জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

জোড়া সেঞ্চুরিতেও হার

বিরাট কোহলি এবং রতুরাজ গাইকোয়াড়ের জোড়া সেঞ্চুরিতে ভারত করেছিল ৩৫৯ রান। কিন্তু গম্ভীরের দৌলতে তৃতীয় শ্রেণির বোলাররা ডোবাল! ভারত হারল ৬ উইকেটে

পারদ পতন

পারদ পতন রাজ্য জুড়ে। কলকাতায় এক ধাক্কায় তাপমাত্রা নামল ৩ ডিগ্রি। উত্তর-পশ্চিমি বাতাস বইতে শুরু করেছে। শুষ্ক আবহাওয়া। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। কয়েক দিনে তাপমাত্রা ৩ ডিগ্রি নামবে

বেকারত্ব নাকি কমছে! অভিষেকের প্রশ্নের জবাবে মোদির মিথ্যাচার

ডলারের তুলনায় কমল টাকার দাম, পেরিয়ে গেল ৯০-এর ঘর

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৮৯ ● ৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ ● ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 189 ● JAGO BANGLA ● THURSDAY ● 4 DECEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

অভিজিতের চক্রান্ত ভেস্তে দিয়ে ৩২ হাজার শিক্ষকের চাকরি বহাল রাখল আদালত

আমরা চাকরি দিতে চাই, কাড়তে নয় : মুখ্যমন্ত্রী

সুরক্ষিত শিক্ষকরা, সততা-শুভেচ্ছার জয় : ব্রাত্য

কোর্টের পর্যবেক্ষণ

- সুবিচারের অজুহাতে সিঙ্গল বেঞ্চ নিয়ম তৈরি করেছে, যা অন্যায়
- তদন্তে ৩০০ জন অভিযুক্ত। এদের জন্য বাকিদের কেন চাকরি যাবে
- কোর্ট রোমিং তদন্ত করতে পারে না। মামলাকারীরা কেউই চাকরি করছিলেন না। তাই যারা পাশ করেনি তাদের জন্য পুরো প্রক্রিয়া বাতিল করা যাবে না
- ৯ বছর শিক্ষকতার পর চাকরি গেলে সমাজে ও পরিবারে বিরূপ প্রভাব পড়বে
- পরীক্ষায় প্রমাণিত গণ-জালিয়াতি ও অপ্রমাণিত দুর্নীতির অভিযোগের মধ্যে পার্থক্য আছে
- একজন বিচারপতি তদন্তে নাক গলিয়ে রায় দিতে পারেন না

প্রতিবেদন : সত্যের জয় হল অবশেষে। খুশির হাওয়া রাজ্যের শিক্ষকমহলে। বহাল রইল প্রাথমিকের ৩২ হাজার শিক্ষকের চাকরি। সিঙ্গল বেঞ্চের রায় খারিজ করে ঐতিহাসিক নির্দেশ দিল ডিভিশন বেঞ্চ। মুখ থুবড়ে পড়ল প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক চক্রান্তমূলক রায়। বুধবার প্রাথমিক মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চের স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ, ৩২ হাজার শিক্ষক এতদিন চাকরি করেছেন। তাঁদের পরিবারের কথা ভেবে আদালত চাকরি বাতিল করছে না। ৯ বছর ধরে চাকরি করার পর চাকরি গেলে তাঁদের পরিবারের উপর এর বিরূপ প্রভাব পড়বে। নিরাপরাধরা কোনওভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন না!

আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চাকরি বহালের নির্দেশ নিয়ে মালদহের গাজোলে জনসভা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিচারব্যবস্থাকে শ্রদ্ধা করি। হাইকোর্টের রায়কে শ্রদ্ধা করি। আমি খুশি আমার ভাই-বোনেদের চাকরি সুরক্ষিত করতে পেরেছি। বিচার বিচারের মতো চলবে। কিন্তু শিক্ষকদের বিষয়টা যে মানবিক দিক থেকে দেখা হয়েছে, চাকরিরত ভাই-বোনেরা যে চাকরিটা (এরপর ১০ পাতায়)

বুধবার। কলকাতা হাইকোর্ট চত্বর। আদালতের রায়ে শিক্ষকদের উচ্ছ্বাস।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

দিশা

আকাশ দিল বৃষ্টি
মাটিতে হলো সৃষ্টি,
হৃদয় দিল হাওয়া,
মায়ের আঁচল আশ্রয়-ছায়া।।
আঁধার দিল নিদ্রামগন
আলো দিল স্বপ্ন গগন,
পৃথিবী দিল বাঁচার অধিকার,
মনুষ্য পরিবার সংসার উপহার।।
অরণ্য দিল সবুজ দান
তারুণ্য হলো যৌবন অভিযান।
শৈশব আনল নূতন সকাল
মধ্যাহ্ন আনল খাদ্য বিকাল।

শিক্ষা দিল জ্ঞান আহরণ,
সংস্কৃতি হলো সভ্যতার বিচরণ,
ভাষা দিল সবারে আহ্বান
এসো গাই একতার জয়গান।।

কথা দিয়ে কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্বজয়ী মহিলা ক্রিকেট দলের অন্যতম সদস্য রিচা ঘোষকে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বুধবার রিচা রাজ্য পুলিশের ডিএসপি র‍্যাঙ্কে যোগ দিলেন। তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছেন ডিজি রাজীব কুমার। আপাতত তিনি শিলিগুড়ি কমিশনারেটে এসিপি হিসেবে কাজ করবেন।

আতঙ্কে আত্মঘাতী হাসিনা বিবি

অত্যাচারে হাসপাতালে বিএলও

ভোটার ও আধারকার্ডে দু'রকম নাম। এসআইআইরের কারণে দেশ ছাড়তে হবে না তো? সেই আতঙ্কেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হলেন কোচবিহারের তুফানগঞ্জের সীমান্তলাগোয়া মধ্যবালাভূতের হাচনা গ্রামের বাসিন্দা হাসিনা বিবি। এই নিয়ে এসআইআরের আতঙ্কে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ৪০। অন্যদিকে কমিশনের অমানবিক আচরণে বিশেষভাবে সক্ষম হাওড়ার ডোমজুড়ের বিএলও অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায় হাসপাতালে। অত্যধিক হাঁটা-চলায় পায়ে সংক্রমণ নিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন ওই শিক্ষক। (বিস্তারিত ভিতরে)

শাহর প্ল্যান এসআইআর, সরকার ফেলার চক্রান্তই ছিল মূল লক্ষ্য

মণীশ কীর্তনিয়া ● গাজোল

আমি ভোট চাইবার জন্য আসিনি, আপনাদের দুশ্চিন্তা স্মরণ করে পাশে দাঁড়ানোর জন্য এসেছি। এসআইআর-আবহে মালদা থেকে এভাবেই বাংলার মানুষকে ফের আশ্বস্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, কেউ ভয় পাবেন না, ভীত হবেন না। নিশ্চিন্তে থাকুন। এরপরই তাঁর অভয়বার্তা— কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে হবে না। কারও নাম বাদ যাবে না। আমি আছি আপনাদের পাহারাদার হিসাবে। এদিন এসআইআর-ইস্যুতে ফের কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণে নেত্রী বলেন, এটা অমিত শাহ করেছে। না মানলে সরকার ফেলে দাও। এটাই উদ্দেশ্য। আমরা

আজ বহরমপুরে জনসভা

লড়ে নেব। রুখে দেব। বাংলাকে দমানো যায় না। হ্যাংলার দল। উন্নয়ন বন্ধ করে এসআইআর করার চক্রান্ত করেছে। এটা বিহার নয় বাংলা। এসআইআর করে বিজেপি নিজের কবর খুঁড়েছে। (এরপর ১০ পাতায়)

সোনালিদের বীরভূমে ফেরাক কেন্দ্র : কোর্ট

কোর্টের রায়কেও মানে না ওরা গর্বের সঙ্গে বাংলা বলব : নেত্রী

প্রতিবেদন : বাংলায় কথা বললেই জোর করে বাংলাদেশি বলে দেগে দেওয়া হচ্ছে। পুশব্যাক করা হচ্ছে বাংলাদেশে। কোন সাহসে একজন গর্ভবতী মহিলাকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিলেন? ফের একবার বিজেপির বাংলা-বিদ্বেষ নিয়ে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার গাজোলের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরও তাঁকে ফিরিয়ে আনা হয়নি। এদিন ফের সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে বীরভূমে ফিরিয়ে আনার (এরপর ১০ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

4 December, 2025 • Thursday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮২৯ সতীদাহ প্রথা রদ হল এদিন। লর্ড বেন্টিঙ্ক

১৭ নং রেগুলেশন দ্বারা সতীদাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। মাদ্রাজ ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও এই রেগুলেশন কার্যকরী হওয়ায় সতীদাহ দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে ঘোষিত হয়। এর আগে হিন্দু সমাজে মৃত স্বামীর চিতায় জীবন্ত দাহ করা হত এই বিশ্বাসে যে পরলোকে সতী মৃত স্বামীর সাহচর্য পাবেন। হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগার ভয়ে ব্রিটিশ সরকার এই প্রথা রদে সাহস দেখায়নি। ১৮১২-'১৩ সালে একটি আদেশনামার দ্বারা বিধবাকে কোনওরকম মাদক খাইয়ে সতী হতে বাধ্য করা নিষিদ্ধ হয়। ১৮১৭ সাল থেকে সতীদাহের সময় কাছের পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দিতে বলা হয়। প্রথম প্রতিবাদ জানান রাজা রামমোহন রায়। তাঁর মতে, এটা 'নরহত্যা ছাড়া আর কিছুই নয়'। মূলত তাঁর চেষ্টায় সতীদাহ প্রথা বন্ধ হলে টাউন হলের এক জনসভায় তাঁকে কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকরা সংবর্ধনা দেন।

১৯১০ রামস্বামী ভেঙ্কটরমন (১৯১০-২০০৯) এদিন তামিলনাড়ুতে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের অষ্টম রাষ্ট্রপতি। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশ নেন। সংবিধান প্রণয়নের জন্য গঠিত গণপরিষদের সদস্য ছিলেন।

১৯৯৬ মঙ্গলে পাথফাইন্ডার

আমেরিকার ফ্লোরিডা থেকে পাথফাইন্ডার নভোযান উৎক্ষেপিত হল মহাকাশে মঙ্গল গ্রহের উদ্দেশে। এই মহাকাশযানে কোনও নভশ্চর ছিলেন না। এটি ছিল পুরোদস্তুর রোবট-চালিত যান। নাসার তৈরি পাথফাইন্ডার মঙ্গলগ্রহের ছবি ও বৈজ্ঞানিক তথ্য সফলভাবে পাঠিয়েছিল।

১৮৮৮ রমেশচন্দ্র মজুমদার

(১৮৮৮-১৯৮০) এদিন ফরিদপুরের খণ্ডপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক। প্রথম গবেষণা শুরু করেন প্রাচীন ভারত নিয়ে। ১৯৫১ থেকে ২৬ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে ১১টি খণ্ডে বৈদিক ভারত থেকে স্বাধীন ভারত পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার বছরের ভারতের সামগ্রিক ইতিহাস রচনা করেন। বইটির নাম 'হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার অফ দি ইন্ডিয়ান পিপল'। সাত বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ ' জীবনের স্মৃতিদীপ'।

২০১৭ পূরবী মুখোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১৭) এদিন সুরলোকে গমন করেন। সুবিখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী। কিংবদন্তি শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসের কাছে রবীন্দ্রসংগীতের তালিম নেন পূরবীদেবী। এক সময় গুরুর সঙ্গে কলকাতার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দ্বৈত সংগীত পরিবেশনে সুনাম কুড়িয়েছেন। পরবর্তীকালে বিশ্বভারতীর পরীক্ষক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। আকাশবাণী ও দূরদর্শনে নিয়মিত সংগীত পরিবেশন করেছেন। তাঁর বহু রেকর্ড জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছেছে।

১৮৯৩ দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৮৯৩-১৯৪৩) এদিন কালিকাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রখ্যাত অভিনেতা। জমিদার বংশের ছেলে। প্রথম জীবনে ছবি আঁকিয়ে ছিলেন। ১৯২৩-এ স্টার থিয়েটারে 'কর্ণার্জুন' নাটকে বিকর্ণের ভূমিকায় প্রথম মঞ্চে নামেন। ১৯৪২ পর্যন্ত চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।

২০১৭ শশী কাপুর (১৯৩৮-২০১৭) এদিন প্রয়াত হন। পৃথ্বীরাজ কাপুরের তৃতীয় সন্তানের মৃত্যুকে একটা যুগের অবসান বলেই মনে করা হয়। বড় দুই দাদা রাজ কাপুর, শাম্মি কাপুরের পরে সেই লিগ্যাসিটা ধরে রেখেছিলেন শশীই। ১৯৪৮-এ শিশু অভিনেতা হিসেবে এই জগতে প্রবেশ। তবে ১৯৬১-তে 'ধর্মপুত্র' ছবিতে নায়ক হিসেবে ডেবিউ। তাঁর মতো সুপুরুষ অভিনেতা খুব কমই এসেছেন ইন্ডাস্ট্রিতে। শুধু অভিনয় নয়, ছবি তৈরির গোটা পদ্ধতির মধ্যেই নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন তিনি। পরিচালকের চেয়ারেও তাঁকে দেখেছে বলিউড। হিন্দি ছাড়াও একটি রাশিয়ান ছবি পরিচালনা করেছিলেন। সু-অভিনেতার পাশাপাশি তাঁর ব্যক্তিত্বও ছিল অনন্য। নিজেকে সফল ব্যবসায়ী হিসেবেও দেখতে চেয়েছিলেন। তার মাশুলও তাঁকে দিতে হয়েছিল। প্রযোজক হিসেবে বড় অঙ্কের লোকসানের মুখে পড়তে হয়েছিল। খারাপ সময়ের মধ্যে সে-সময় সপরিবার মুম্বই থেকে গোয়ায় চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন 'জব জব ফুল খিলে'র নায়ক। ১৯৭১-এ 'শর্মিলী' ছবির দৌলতে সেই আর্থিক সংকট থেকে মুক্তি পান। ২০১১-এ পদ্মভূষণ ২০১৫-এ দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পেয়েছিলেন শশী। তিনবার পেয়েছেন জাতীয় পুরস্কার।

৩ ডিসেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৮৬০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৯২৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২২৮৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৭৮৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৭৯০৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯১.২২	৮৯.৪৫
ইউরো	১০৫.৭৮	১০৪.৩৬
পাউন্ড	১১২.৯৪	১১৮.৭১

নজরকাড়া ইনস্টা

ইমন চক্রবর্তী

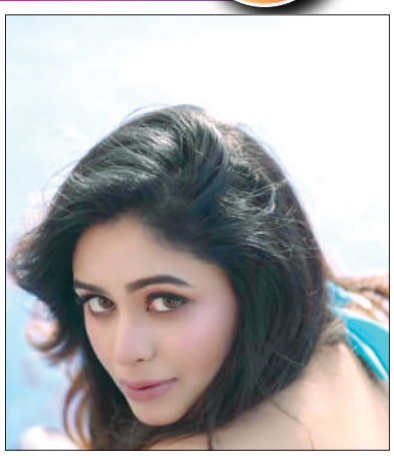

ঋতাভরী চক্রবর্তী

কর্মসূচি

বসিরহাট ১নং ব্লক তৃণমূলের পক্ষ থেকে ইটিডায় এসআইআর-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখছেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। ছিলেন ব্লক সভাপতি সরিফুল মণ্ডল, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শফিকুল দফাদার, জেলা সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম লিটন ও জেলা আরটিএ সদস্য সুরজিৎ মিত্র বাদল-সহ দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকেরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৭৪

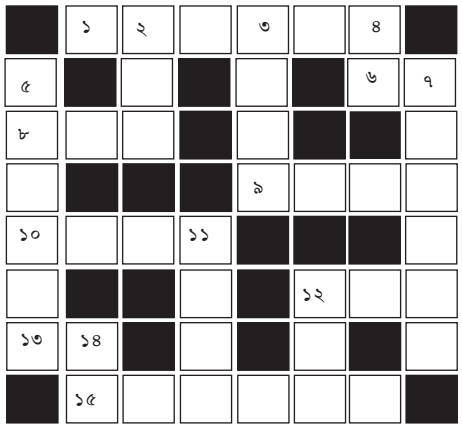

পাশাপাশি : ১. কালিকাদেবী ৬. আংটাহীন কড়াইবিশেষ ৮. বিদগ্ধ ৯. সঙ্গে সঙ্গে ১০. হাজত, ফাটক ১২. খোলা ১৩. টাটকা, তাজা ১৫. যার মধ্যস্থতা সকলে মেনে নেয়।

উপর-নিচ : ২. কুমোরের চাকা ঘোরানোর দণ্ড ৩. গোঁয়ার, একরোখা ৪. আচরণ ৫. নীরবতা পালন ৭. প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ১১. ট্রাফিক ১২. চোখের পাতা ১৪. প্রাচীর।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৭৩ : **পাশাপাশি :** ২. অমানবিক ৫. দয়াকর ৬. সিকতা ৭. নরলোক ৯. আমরুদ ১৩. বন্দিগ্রাহ ১৪. গগনতল। উপর-নিচ : ১. উদয়ন ২.অরসিক ৩. নইতালিম ৪. করেণু ৮. লোকলোচন ৯. জনবল ১০. দন্তহর্ষ ১১. প্রয়োগ।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

4 December 2025 • Thursday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
৪ ডিসেম্বর ২০২৫
বৃহস্পতিবার

গাজোলের জনসভা ■ নানা মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী

কারও সম্পত্তিতে হাত দিতে দেব না

ওয়াকফ আইন নিয়ে কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

মণীশ কীর্তনিয়া ● গাজোল

আমরা থাকতে ওয়াকফ সম্পত্তিতে কাউকে হাত দিতে দিতে দেব না। বুধবার মালদহের জনসভা থেকে স্পষ্ট করে দিলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, আমরা ওয়াকফ আইন তৈরি করিনি। করেছে বিজেপি সরকার। এখানে কারও সম্পত্তিতে হাত দিতে দেব না। ওয়াকফ আইনের বিরোধিতায় আগে উত্তপ্ত হয়েছিল মালদহ। এদিন সেই জেলারই গাজোলের জনসভা থেকে এই আইন নিয়ে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা মনে করিয়ে জনসভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কোনও সাম্প্রদায়িক শক্তি ধর্ম নিয়ে বিভাজন করছে। ওয়াকফ প্রপার্টি নিয়ে কেন্দ্র আইন করেছে, রাজ্য করেনি। আমরা বিধানসভায় প্রস্তাব পাশ করেছি। আমি যতদিন আছি এইসব জায়গায় হাত দিতে দেব না। আমি ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করি না। আমি সব ধর্মকে ভালবাসি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শুধু ওয়াকফ নয়, রাজ্যে কোনও ধর্মীয় স্থানে হাত তিনি দিতে দেবেন না। তাঁর কথায়, রক্ত দেব, কলিজা দেব। কিন্তু বাংলাকে ভাগ করতে দেব না। মানুষে মানুষে ভাগাভাগি করতে দেব না। ভুঁইফোড় বিজেপি নেতাদের কথা কেউ শুনবেন না। কেউ সাম্প্রদায়িক রটনায় বিশ্বাস করবেন না। আমি আপনাদের পাহারাদার। নোটবন্দি আর এখন ভোটবন্দি। এসব চলবে না।

ভাঙন-রোধে কিছুই করেনি কেন্দ্র

২০০ কোটি দিয়েছে রাজ্য সরকার : মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : মালদহ ও মুর্শিদাবাদের প্রধান সমস্যা গঙ্গা-ভাঙন। কিন্তু সেই ভাঙন-রোধে কিছুই করেনি কেন্দ্রে বিজেপি সরকার। বুধবার গাজোলের সভা থেকে মোদি-সরকারকে তোপ দাগলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রকে নিশানায় তিনি বলেন, ফরাক্কায় ড্রেজিং হয় না। গঙ্গার গ্রাসে একের পর এক জনপদ নদীগর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই কেন্দ্রের সরকারের। গঙ্গা-ভাঙন রোধে কোনও কাজ করেনি কেন্দ্র। যেটুকু করেছে রাজ্য সরকার। ভাঙন-রোধে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রকে বহুবার বলেছি। কিন্তু কেন্দ্রের তরফে ফরাক্কায় ড্রেজিংয়ের কাজ শুরু করা হয়নি। ফলে মালদহ ও মুর্শিদাবাদে নদী-ভাঙন আজ সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজ্য ২০০ কোটি টাকা দিয়েছে। যেটুকু কাজ হয়েছে সেই টাকায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, গঙ্গা আমাদের হাতে নেই। গঙ্গার ভাঙন-রোধ কেন্দ্রের হাতে। কেন্দ্র মালদহ ও মুর্শিদাবাদের ভাঙন-রোধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। ফরাক্কার ব্যারাজে দীর্ঘ সময় ধরে পলি জমে নাব্যতা হারিয়েছে। কিন্তু কেন্দ্র যথারীতি নিশ্চুপ। মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, রাজ্য তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে এককভাবে কাজ করছে। ভাঙনে দুর্গতদের পাশে রাজ্য সরকার বরাবর আছে। এদিন গাজোলের মাটিতে দাঁড়িয়ে আরও একবার সেই বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

ছাত্রের কথায় সবুজ সাথী, নানুরের যন্ত্রণায় সমব্যথী

প্রতিবেদন : কেন জন্ম নিল 'সবুজ সাথী' ও 'সমব্যথী'? গাজলের জনসভায় ব্যাখ্যা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবারই বলে থাকেন মানুষই আমার শক্তি, মানুষই আমার বল। আর সেই মানুষকেই পাশে রাখতে রাজ্য সরকার চালু করেছে একাধিক সামাজিক প্রকল্প। এর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় দুটি হল 'সবুজ সাথী' ও 'সমব্যথী'। মালদহের গাজোলের জনসভা থেকে এদিন এ দুটি প্রকল্পের জন্মকথা নিজেই তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, ঝাড়গ্রামে সফরের সময় এক ছাত্র তাঁকে বলেছিল— স্কুলে যেতে হয় বহু দূর। প্রতিদিন সেই পথ হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে পড়ুয়ারা। সেই অভিজ্ঞতাই নাড়া দেয় মুখ্যমন্ত্রীকে। ছাত্রের সেই কথা শুনে চালু করেন 'সবুজ সাথী' প্রকল্প। কোনও পরিবারের সদস্য মারা গেলে এককালীন ২০০০ টাকা দিয়ে পাশে দাঁড়ায় রাজ্য সরকার। দুটো প্রকল্পই একটি বার্তা দেয়— মানুষের কষ্ট দেখলেই তা লাঘবের পথ নেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মুখ্যমন্ত্রী স্মরণ করেন নানুরে নিহতদের পরিবারের হৃদয়বিদারক দৃশ্যও। তৎকালীন বিরোধী নেত্রীর চোখে পড়ে— শোকাহত পরিবারগুলোর কাছে যথেষ্ট কাপড় পর্যন্ত ছিল না। সেই যন্ত্রণা থেকেই পরে চালু হয় সমব্যথী প্রকল্প। কোনও পরিবারের সদস্য মারা গেলে এককালীন ২০০০ টাকা দিয়ে পাশে দাঁড়ায় রাজ্য সরকার।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
4 December, 2025 • Thursday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

সততার জয়

৩২ হাজার শিক্ষকের চাকরি বহাল রাখল হাইকোর্ট। প্রমাণিত হয়ে গেল শিক্ষকদের চাকরি খাওয়ার জন্য অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বিচারপতি থাকাকালীন কোন পর্যায়ের চক্রান্ত করেছিলেন। ডিভিশন বেঞ্চ রায় দিতে গিয়ে স্পষ্ট ভাষায় একের পর এক যুক্তি তুলে দেখিয়ে দেন আগের রায়ে কোথায় কোথায় ভুল ছিল, এক পেশে ছিল, এক বঞ্চা ছিল এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল। বিজেপি এবং বামেদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই কাজটি করা হয়েছিল। কিন্তু এই চাকরি খাওয়ার রাজনীতি কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়। বাংলার যুবক-যুবতী যাঁরা পরীক্ষা দিয়ে, ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের পথে বসিয়ে দেওয়ার অধিকার কারও থাকতে পারে না। আদালতের উপর মানুষের ভরসা আছে, রাজ্য সরকারের ভারসা আছে। এবং আদালতের এই রায় প্রমাণ করে সততার জয় অনিবার্য। যদি কিছু ভুল-ত্রুটি থাকে নিশ্চয় তা সংশোধন করে নেওয়া হবে। কিন্তু ৩০০ জনের জন্য ৩১,৭০০ জনের চাকরি নিয়ে কেন টানাটানি করা হবে? মাঝে মধ্যেই আদালতের বেশ কিছু কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। যেভাবে প্রশ্ন ছিল বিরোধী দলনেতার রক্ষাকবচ নিয়েও। যাঁরা বলছেন, আবেগের বশে এই রায় দেওয়া হয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে কেন মানহানির মামলা হবে না?

e-mail থেকে চিঠি

একটা বিনীত জিজ্ঞাসা

মুর্শিদাবাদের চার জন বাংলাভাষীকে ‘বাংলাদেশি’ দেগে দিয়ে ঘরছাড়া করেছে পুলিশ। এই ঘটনা বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে ঘটেই চলেছে। এই পরিস্থিতি আমাদের সবিনয়ে জিজ্ঞাসা, একই কাজ যদি এ রাজ্যের সরকার পশ্চিমবঙ্গে থাকা লক্ষ লক্ষ ওড়িয়ার সঙ্গে করে, তখন কী পরিস্থিতি হবে? পশ্চিমবঙ্গেও মালি, কলমিস্ত্রি, রাঁধুনি-সহ লক্ষ লক্ষ ওড়িয়া জীবিকা নির্বাহ করেন। তাঁদের সঙ্গেও যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার একই আচরণ করে? কী পরিস্থিতি হবে ভেবে দেখেছেন? মুর্শিদাবাদের জলঙ্গির চার জন শীতবস্ত্র বিক্রির জন্য নয়াগড়ে গিয়েছিলেন। গত ১৮ বছর ধরে তাঁরা ওড়িশায় গিয়ে শীতের সময়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। কিন্তু বাংলায় কথা বলার কারণে তাঁদের বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী হিসাবে দাগিয়ে দিয়ে থানায় তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল গত ২৭ নভেম্বর। ভোটার কার্ড, আধার কার্ড দেখানো সত্ত্বেও রেয়াত করা হয়নি। নিরুপায় হয়ে মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপারের দফতরে যোগাযোগ করেন ওই চার জন। দিন কয়েক আগে এক বাঙালি শ্রমিককে মারধর করে ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান দিতে বাধ্য করিয়েছিলেন নয়াগড়ের স্থানীয় কিছু লোক। অন্তঃসত্ত্বা সোনালি খাতুন এবং তাঁর ৮ বছরের সন্তানকে বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য বুধবার কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। কেন্দ্রের পক্ষ থেকেও শীর্ষ আদালতকে খানিকটা বাধ্য হয়েই লিখিত ভাবে জানানো হয়েছে, মানবিকতার কথা বিবেচনা করেই সোনালি এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের বাংলাদেশ থেকে ফেরানো হবে। শুধু ফিরিয়ে আনাই নয়, ভারতে আসার পর অন্তঃসত্ত্বা সোনালি এবং তাঁর ছেলের চিকিৎসা যাতে ঠিক মতো হয়, কেন্দ্রকে তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। গত ২৬ সেপ্টেম্বর সোনালির বাবা ভদু শেখ এবং সুইটির স্বামী আমির খানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ওই সাতজনকেই একমাসের মধ্যে ভারতে ফিরিয়ে আনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। যে পদ্ধতিতে সুইটি, সোনালিদের বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে তাকে অবৈধ বলেও রায় দিয়েছিল হাইকোর্ট। হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টে আর্জি জানালে গত ১ ডিসেম্বর শীর্ষ আদালত বিষয়টি বিবেচনা করার পরামর্শ দেয়। হাইকোর্টের নির্দেশ না মানায় যাতে আদালত অবমাননার কোপে পড়তে না হয়, সেই আবেদন নিয়েই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় কেন্দ্র। এখন মুখ পোড়ার পর কেন্দ্র পোড়া মুখে বার্নল লাগানোর জন্য বলছে, ওই সাতজনের ভারতীয় নাগরিকত্বের দাবিকে চ্যালেঞ্জ করতে চায় তারা। সত্যি! দু-কান কাটাদের কোনও লজ্জা নেই।

—অভিরূপ দাস, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

চিল-শকুন উড়ুক আকাশে মাটিতে নেত্রী আছেন পাশে

২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরিখেকো রাক্ষস নিজের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণে ৩২ হাজার শিক্ষকের চাকরি খেতে উদ্যত হয়েছিল। লিখছেন **দেবাশিস পাঠক**

সোজা কথাটা সহজিয়া শক্তিতে বলে দিয়েছেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হিসেবে নয়, অপক্রিয়ার স্বরূপ উদঘাটনের প্রণোদনায়।

“চাকরি তো দেওয়া দরকার, খেয়ে নেওয়া নয়।”

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহজ-সরল জীবনের প্রতিভূ। কথার মারপ্যাঁচে নিজেকে আটকে রাখতে চান না কখনও। তাই, সত্যিটা একেবারে চাঁচাছোলা ভাষায় তাঁর মন্তব্য হয়ে ধরা দেয়। তাঁর উপলব্ধি তাতে বিম্বিত হয়। এটাই একশো শতাংশ মমতায়ানা। এটাই নির্বিকল্প মমতাবাদ।

আঁতেল সাজা ভণ্ড রামরেডদের জীবন জটিলতা সেই সহজিয়া সুরটা না পারে ধরতে, না পারে বুঝতে। তাই ওরা থেকে যায় ওপারে। বাংলা ওদের থেকে মুখ ফিরিয়েই থাকে। যেমনটা হল এই ডিসেম্বরের পড়ন্ত দিনেও।

২০২৩ সালের ১২ মে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ মামলার রায় ঘোষণা করেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি বর্তমানে বিজেপির সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বুধবার, ৩ ডিসেম্বর, ২০২৫ সেই রায় বাতিল করে দিল কলকাতা হাইকোর্টেরই ডিভিশন বেঞ্চ। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্র সুস্পষ্টভাবে জানালেন, ৩২ হাজার চাকরিপ্রার্থীর কাজ থাকছে।

বিচারপতিরা একবারও বলেননি, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি হয়নি। কিন্তু সে-দুর্নীতি মিডিয়া ট্রায়ালে যেভাবে দেখানো হয়েছে, ঘণ্টাখানেকের কুমন আসরে যে ভঙ্গিতে, যেসব ইশারায় পরিবেশিত হয়েছে, আদতে ততটা ব্যাপ্তি তার ছিল না। ৩২ হাজার নিয়োগে ইডি, সিবিআই দুটি সংস্থার তদন্তে সর্বসাকুল্যে ২৯৪ জনকে গ্রেস নম্বর দেওয়া হয়ছিল বলে জানানো হয়েছে।

অর্থাৎ, দুর্নীতির অভিযোগ যেমন মিথ্যে নয়, তেমন তার বহর মোটেও বেশি নয়। ৩২ হাজারের ১ শতাংশও নয় ২৯৪। ১ শতাংশেরও কম নিয়োগ নিয়ে ধোঁয়াশা বিতর্কের কারণে ৩২ হাজার পরিবারকে বিপন্ন করাটা কি মানবিক! সিঙ্গল বেঞ্চ বলেছিল ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। কিন্তু তার সপক্ষে কোনও প্রমাণ দেখাতে পারেনি কেউ। বরং, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ বারবার বলে এসেছে, দু-একটা ভুল প্রথমে হলেও পরে শুধরে নেওয়া হয়েছে। অবিশ্বাসের বাতাবরণ সৃষ্টিতে ব্যস্ত থাকায় সেকথায় কর্ণপাত করেনি অনেকেই। সেটা কি ঠিক হয়েছে?

এই জিজ্ঞাসা থেকেই ৩২ হাজার মানুষের চাকরি বাতিলের রায় বাতিল হয়েছে ন্যায়ের দরবারে। মিডিয়ার যে-অংশ রোজ রামরেডদের সান্ধ্যকালীন অধিবেশন বসায় চ্যানেলে

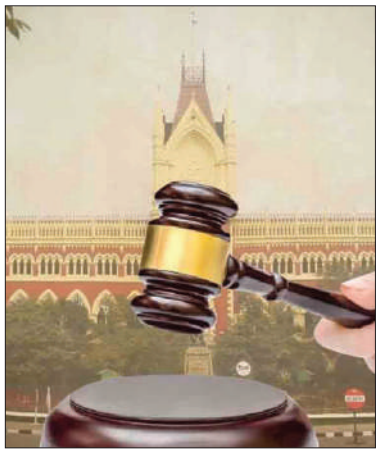

চ্যানেলে, তারা এই রায়ে বেজায় বিপন্ন। ‘দাবি এক, দফা এক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ’ বলে যারা পথ দখলের রাজনীতিতে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছিল, সেইসব চিল শকুনরাও বিষাদগ্রস্ত। মুখ বাঁচাতে তারা বারবার একটা কথাই বলার চেষ্টা করছে। দুর্নীতির ওপরে মানবিকতাকে গুরুত্ব দেওয়ার কারণেই এই রায়। দুর্নীতি যে দূরবিন দিয়েও দেখা যাচ্ছে না, অণুবীক্ষণ লাগছে, সেকথা বলছে না। এই সূত্রে আর একটি বিষয়ও আড়ালে চলে যাচ্ছে। কিছু মানুষের দুর্নীতির জন্য সকলের চাকরি কেড়ে নেওয়া যায় না, এটা যেমন ঠিক, তেমনই উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতি তদন্তকারী আধিকারিকের ভূমিকায় নেমে ফেলুদা বা ব্যোমকেশ বক্সী সেজে তাঁর রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা পূরণ করবেন, সেটাও অনুচিত।

চাকরিখেকো বিচারপতি তাঁর আইন বিষয়ক লাল পার্টির গুরুর প্ররোচনাতেই সম্ভবত সেই কম্মোটিও করেছিলেন। ইন ক্যামেরা কোর্ট বসিয়ে দু-পাঁচ জনের সাক্ষ্য নিয়ে নাকি বুঝে গিয়েছিলেন, ইন্টারভিউ এবং অ্যাপটিটিউড টেস্ট ছাড়াই হাজার হাজার ব্যক্তির চাকরি হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে রাজ্য দুর্নীতির সাগরে পরিণত হয়েছে, এই ভ্রান্ত ধারণা বাজারজাত করার জন্য একটা এরকম হাতিয়ারের দরকার ছিল। তাই, তাই-ই, রজ্জুকে সর্প হিসেবে দেখিয়ে বিচারকের আসনে বসে রাজনীতির লক্ষ্য পূরণের ব্যবস্থা হয়েছিল। ৩২ হাজার যুবক-যুবতীর জীবন জীবিকা বিপন্ন করে, রাজ্যের নামে কুকীর্তির অপপ্রচার চালিয়ে, সবকিছু এলোমেলো করে দিয়ে লুটেপুটে খাওয়ার আয়োজন হয়েছিল।

সংবাদ মাধ্যমের একাংশ এই সত্যটা চেপে রাখার জন্য, তারস্বরে সম্প্রচার করছে বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ, ‘এত দিন চাকরি করেছেন ৩২ হাজার শিক্ষক। তাঁদের পরিবারের কথা ভেবে আদালত চাকরি বাতিল করছে না।’

কিন্তু মিঁউ মিঁউ করেও বলছে না, হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি ও বর্তমানে গেরুয়া পার্টির সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সেদিন কী করেছিলেন, সে কথা। সেদিন একদল অভিযোগ করেন, পর্ষদের নিয়ম অনুযায়ী, পরীক্ষার্থীদের ইন্টারভিউয়ের সময় তাঁদের ‘অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট’ নেওয়ার কথা। কিন্তু, বহু ক্ষেত্রেই সেই ‘অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট’ নেওয়া হয়নি। উপরন্তু কিছু জনকে আবার বেশি নম্বর দেওয়া হয়েছে। এরপরেই লৌহ বাসরে ছিদ্রের খোঁজ পেয়ে বিচারপতি গোয়েন্দাপ্রবরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বিচারকার্য ফেলে রেখে তদন্তে নামেন, যেটা তাঁর এক্তিয়ার-বহির্ভূত কর্ম। বিভিন্ন জেলায় যাঁরা পরীক্ষার্থীদের ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন, তাঁদের তলব করে গোপন জবানবন্দি নথিবদ্ধ করেন প্রাক্তন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় আর তার ভিত্তিতেই চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেন। তাঁর মন্তব্য ছিল, ‘এই পুরো নিয়োগপ্রক্রিয়া কলুষিত। দুর্গন্ধে ভরা। প্রচুর বেকার যুবক চোখের জল ফেলছে এই দুর্নীতির কারণে, তাই সাংবিধানিক আদালত চোখ বন্ধ করে থাকতে পারে না।’

এবার এঁরা কী বলবেন? স্বীকার করবেন তো, সেদিন তাঁদের বোঝায় ভুল ছিল না, বোঝানোয় ইচ্ছাকৃত গলদ ছিল। প্রায় ত্রুটিশূন্য একটা প্রক্রিয়াকে ‘কলুষিত, দুর্গন্ধে ভরা’ বলে প্রতিষ্ঠিত করার তাড়নায় তাঁরা সেদিন তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিয়ে, চাকরি খেয়ে, ‘ভগবান’ সেজে রাক্ষসের ভূমিকা পালন করতে ইতস্তত করেননি। অভিজিৎ পরবর্তীকালে নিজমুখেই স্বীকার করেছেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একটাই, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপসারণ। সেই উদ্দেশ্য পূরিত হবে ভেবেই তিনি লাল জামা ছেড়ে গেরুয়া খাতায় নাম লিখিয়েছেন। আর তারও আগে নানা দুরভিসন্ধিমূলক রায়দানের মাধ্যমে রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে একটা অস্থিরতা তৈরির চেষ্টায় মেতেছিলেন। বিকাশ উকিলের পার্ষদবৃন্দ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে তাঁকে মদত জুগিয়ে গিয়েছেন। এবার কী হবে এঁদের? জনতার দরবারে ওঁদের অপদস্থ হওয়াটা এখন বোধহয় সময়ের অপেক্ষামাত্র।

পরিশেষে, এইসব চিল-শকুনের উদ্দেশ্যে একটাই কথা— হে সুপ্রিয় কৃতঘ্নের দল! ন্যায়ালয়ে পর্যুদস্ত হওয়ার পর ছুঁড়তে শুরু করুন আপনাদের তীক্ষ্ণ তির, অশ্রাব্য মিথ্যে আর প্রতিহিংসার বুলেট। কিন্তু আকাশে ওড়াওড়ি বন্ধ করে ডানা আপনাদের গোটাতেই হবে। কারণ, এখনও মাটির বুকে জেগে আছেন এক অতন্দ্র প্রহরী, আশার মশাল হাতে। নাম তাঁর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামীর অনিবার্য উচ্চারণ ওই নামটাই।

এখনও গৈরিক মিথ্যা দানব খেতে পারেনি আমাদের তাবৎ সঞ্চয়। অর্গল ভেঙে হীনবলের দল লাল কিংবা গেরুয়া পোশাকে গিলতে পারেনি বাংলার যাবতীয় গৌরবের রূপ। এখনও অখণ্ড বিশ্বাসে জেগে আছে একটা উচ্চারণ। ‘সত্যমেব জয়তে’।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজ্য

4 December 2025 • Thursday • Page 5 || Website - www.jagobangla.in

৫
৪ ডিসেম্বর ২০২৫
বৃহস্পতিবার

গাজোলের জনসভা ■ নানা মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী

দিদিকে দেখার টানেই উচ্ছ্বসিত মহিলারা

মানস দাস • মালদহ

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা মানেই মহিলাদের অগাধ আগ্রহ, উচ্ছ্বাস আর আবেগের মিলনমেলা। মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চে এলেই দূরদূরান্তের গ্রাম থেকে দল বেঁধে হাজির হন সাথী রায়, অর্জিলা খাতুন, নিলুফার ইয়াসমিন, মধুমিতা রায়ের মতো অসংখ্য মহিলা। তাঁদের একটাই কথা, দিদিকে একঝলক দেখব, তাঁর কথা শুনব। সকালের প্রথম আলো ফুটতেই মাঠজুড়ে শুধু সারি সারি মহিলা। কারও হাতে ত্রিপল, কারও কাছে খাবার ও জল। দীর্ঘ প্রতীক্ষাতেও ক্লান্তির চিহ্ন নেই কারও মুখে। প্রত্যাশার দীপ্তি তাঁদের চোখে। মুখ্যমন্ত্রী যে তাঁদের জীবনে বাস্তব পরিবর্তনের নাম। লকডাউনের কঠিন সময়ে রেশন সামগ্রী থেকে শুরু করে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-সহ একাধিক প্রকল্প তাঁদের জীবনে এনে দিয়েছে স্বস্তি ও স্থিরতা। নাফিসা বিবি বলেন, দিদির প্রকল্পে আমরা উপকার পেয়েছি। তাই তাঁর সভা

মানেই আমাদের উৎসবের দিন।

গত কয়েক বছরে মহিলা ভোটারদের সক্রিয়তা রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। মহিলাদের এই স্বতঃস্ফূর্ত সমাগম প্রমাণ করে, মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের কাছে শুধুই নেত্রী নন, আশ্রয় ও সাহসের প্রতীকও। জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী যখন বিভিন্ন প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন, তখন হাততালিতে ভরে ওঠে চারদিক। সাথী রায়ের মতে, দিদির দেওয়া সুবিধার জন্য তাঁর সভায় থাকা আমার দায়িত্ব। অন্যদিকে নিলুফার ইয়াসমিন বলেন, তিনি আমাদের অভিভাবক। তাই তাঁর ডাকে আমরা ছুটে আসি। তাঁদের কথায় স্পষ্ট, মহিলাদের হৃদয়ে মুখ্যমন্ত্রীর জন্য বিশেষ জায়গা আছে। এই অটুট ভরসাই তাঁদের প্রতি বছর টেনে আনে জনসভায়, শুধু কাছ থেকে তাঁকে দেখার, তাঁর কথা শোনার আকাঙ্ক্ষায়।

১২ ডিসেম্বর থেকে 'মে আই হেল্প ইউ'

প্রতিবেদন : এসআইআর নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না, আপনাদের দুশ্চিন্তা দূর করতেই আমি এসেছি। বুধবার গাজোলের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে হবে না। কাউকে পুশব্যাকও করা হবে না। আমি আপনাদের পাহারাদার। ১২ তারিখ থেকে ব্লকে ব্লকে 'মে আই হেল্প ইউ' ক্যাম্প শুরু হচ্ছে। ক্যাম্পে আসুন, সেখানে আপনাদের পাশে থাকব আমরা। আপানাদের ভয়ের কোনও কারণ নেই।

তাঁর কথায়, বাংলায় এসআইআরের জন্য ৩৯ জন মারা গিয়েছেন। অন্যদিকে, মহারাষ্ট্র, ওডিশা -সহ বিজেপিশাসিত রাজ্যে বাঙালি হেনস্তা চলছে। বাংলা ভাষায় কথা বললেই বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী সাফ কথা, আমি ভোট চাইতে আসিনি, আমি মানুষের পাশে দাঁড়াতে এসেছি। আপনাদের দুশ্চিন্তায় পাশে থাকতে এসেছি।

বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য প্রকল্প উল্লেখ করে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসে আমরা আরও উন্নতমানের সমাজ গঠনের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। আমরা চাই সবাই মিলে এমন একটি সমাজ গড়ে তুলতে, যেখানে সমান সুযোগ মিলবে। বুধবার নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডেলে বিশেষভাবে সক্ষমদের উদ্দেশে বার্তা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। রাজ্য সরকার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য যে সমস্ত প্রকল্প চালু করেছেন তা আরও একবার স্মরণ করিয়ে দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, আমাদের সরকার জন্ম থেকেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তা করার জন্য সবরকম প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা আরও মজবুত করেছে। সেজন্য স্বাভাবিক বৃদ্ধি দেরিতে হওয়া বা জন্মগত ত্রুটি থাকা নবজাতকদের স্ক্রিনিং করছি আমরা। এছাড়াও আমরা তাদের জন্য বিশেষ স্কুল পরিচালনা করি, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য সমস্ত স্কুলে বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে এবং তাদের দক্ষতা তুলে ধরার চেষ্টা করি যাতে তারা একটি উপযুক্ত জীবিকা অর্জন করতে পারে। সরকারি

চাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের মাধ্যমে, আমরা নিশ্চিত করেছি যে প্রতিবন্ধীরা যেন মর্যাদার সাথে জীবনযাপন করতে পারে। তিনি আরও লেখেন, ৪০ শতাংশ বা তার বেশি শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধকতা থাকলে সরকারের স্কিমের আওতায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পেনশন পাবেন সেই ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এর ফলে রাজ্যের ২ লক্ষ প্রতিবন্ধী মানুষ উপকৃত হবেন। ২০১৮ সালে এই স্কিমের জন্য ২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল।

লক্ষ ল্যান্ডমার্কে স্বাস্থ্যবন্ধু প্রকল্প
ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র বেড়ে ২১০

প্রতিবেদন : স্বাস্থ্যবন্ধু প্রকল্পে আরও এক ল্যান্ডমার্ক পেরিয়ে গেল রাজ্য। মাত্র ২০ দিনের মধ্যে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্রে ১ লক্ষের বেশি মানুষ পরিষেবা পেয়েছেন। বুধবার এক্স হ্যান্ডেলে সেই তথ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য পরিষেবার আরও এক মাইলস্টোনের কথা উল্লেখ করেন। ১১ নভেম্বর ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র শুরু হওয়ার পর ৩ সপ্তাহের মধ্যে লক্ষাধিক উপস্থিতি গ্রামীণ চিকিৎসায় আলোড়ন ফেলে দিয়েছে। এই প্রকল্পে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র বেড়ে হয়েছে ২১০টি। আগেই ১১০টি মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিটের উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার আরও ১০০টি স্বাস্থ্যবন্ধু চালু হচ্ছে প্রত্যন্ত গ্রামে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য। এদিন স্বাস্থ্যবন্ধুর এই প্রভূত সাফল্যের কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, শুরু হওয়ার পর থেকে মাত্র ২০ দিনের মধ্যে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্রে ১ লক্ষেরও বেশি মানুষ এসেছেন। শত শত দরিদ্র মানুষ এই শিবিরগুলিতে

আসছেন ল্যাব পরীক্ষা, ইসিজি এবং ইউএসজি-সহ বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা পেতে। বিশেষ করে বয়স্ক ব্যক্তি এবং মহিলারা সেবা পাচ্ছেন। এখন পর্যন্ত ১০২৭টি শিবির আয়োজন করা হয়েছে, যার বেশিরভাগই মহিলা এবং বয়স্ক ব্যক্তি। এটি আমাদের সরকারের আরেকটি জনবান্ধব উদ্যোগ।

রাজ্য
4 December 2025 • Thursday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দাগি নন এমন যে-কেউ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারেন। এসএসসিতে গ্রুপ সি ও ক্লার্ক নিয়োগের ক্ষেত্রে এমনই নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের। নিয়োগে বয়সে ছাড়ের কথাও বলেছে কোর্ট

আবির, উচ্ছ্বাস আর চোখের জলে ভাসল হাইকোর্ট-চত্বর

রাহুল রায়

কোথাও চলছে অকাল-হোলি। কোথাও আবার মিষ্টি-মুখ। আবার কোথাও একে-অপরকে জড়িয়ে ধরে চোখের জলে ভাসছেন শিক্ষকরা। যদিও এই অশ্রু বিষাদের নয়। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চোখের এই জল আসলে আড়াই বছর ধরে চেপে রাখা উৎকণ্ঠা-উদ্বেগের কাটিয়ে অবশেষে জয়ের পর আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। বুধবার দুপুরে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ মামলার ঐতিহাসিক রায়দানের এমনই ছবি ধরা পড়ল কলকাতা হাইকোর্ট চত্বরে।

২০২৩ সালের ১২ মে তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে এক মুহূর্তে চাকরিহারা হয়ে পড়েছিলেন রাজ্যের প্রায় ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক। তারপর থেকে সেই চাকরি নিয়ে টানাপড়েন চলেছে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ থেকে সুপ্রিম কোর্টে। শীর্ষ আদালতের নির্দেশে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চেই চলে দীর্ঘ শুনানি। বুধবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ রায়দান শুরু হয় বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চে। এজলাসের ভিতরে হোক কিংবা বাইরে তখন তিল ধারণের জায়গা নেই। হারানো চাকরির ভবিষ্যৎ নিয়ে কোর্টরুমে জড়ো হওয়া শিক্ষকদের চোখেমুখে তখনও উৎকণ্ঠার ছাপ

■ থাকছে চাকরি। রায় ঘোষণার পর প্রাথমিক শিক্ষকদের সেলিব্রেশন হাইকোর্ট-চত্বরে।

স্পষ্ট। কিন্তু রায় ঘোষণার পরই পাল্টে গেল ছবিটা। মুখে হাসি নিয়ে কার্যত উৎসবে মাতলেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর বহু প্রতীক্ষিত জয় আসতেই আদালত চত্বরে উচ্ছ্বাস-উন্মাদনায় ভাসলেন তাঁরা। রঙিন আবিরে অকাল-হোলিতে মাতলেন। আবেগতাড়িত হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন অনেকে। একে-অপরকে মিষ্টিমুখ করালেন। আনন্দে মাতোয়ারা শিক্ষকদের কথায়, সত্যের জয় হল। অনেকদিন পর যেন প্রাণ ভরে শ্বাস নিতে পারছি। গত দু'বছর ধরে যে অপমান, লাঞ্ছনা এবং মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে; এই রায়ের পর এক নিমেষে সব উধাও হয়ে গিয়েছে।

বিজেপির সঙ্গে গোপনে সেটিং একপাক্ষিক রায়েই প্রমাণিত

প্রতিবেদন : বাতিল হয়েছে সিঙ্গল বেঞ্চের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রায়। ডিভিশন বেঞ্চের নয়া নির্দেশে বহাল ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি। আড়াই বছর আগে তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের একপাক্ষিক রায়ে এক লহমায় চাকরিহারা হয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু সেই নির্দেশ যে কতটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল, সেটা বিচারপতির চেয়ার ছেড়ে অভিজিতের বিজেপিতে আশ্রয় নেওয়াতেই স্পষ্ট হয়ে যায়। বুধবার হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়কে স্বাগত জানিয়ে প্রাক্তন বিচারপতির তীব্র সমালোচনা করল তৃণমূল। দলের বক্তব্য, রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে বাংলা-বিরোধীরা উঠেপড়ে লেগেছিল। তৎকালীন বিচারপতি যিনি পরে সাংসদ হয়েছেন, সেইসময় বিজেপির সঙ্গে গোপন সেটিং করে তিনি যে একপাক্ষিক রায় দিয়েছিলেন, তা আজ সর্বসমক্ষে প্রমাণিত।

বুধবার রায়দানের পর সাংবাদিক বৈঠকে প্রাক্তন বিচারপতির রাজনৈতিক রায়ের কড়া নিন্দা করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আজকের রায় ছিল দ্বিস্তরীয়। একদিকে যেমন এই রায় বাংলার ৩২,০০০ শিক্ষকদের চাকরি সুরক্ষিত রাখল, অন্যদিকে ছত্রে-ছত্রে সিঙ্গল বেঞ্চের রায়ের সমালোচনা করল। প্রাক্তন বিচারপতিকে উদ্দেশ্য করে শিক্ষামন্ত্রীর

■ সাংবাদিক বৈঠকে ব্রাত্য বসু ও অরূপ চক্রবর্তী।

বক্তব্য, ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিলের পরই আপনি বিজেপির সাংসদ হয়েছিলেন। চাকরি খাওয়ার বিনিময়েই কি আপনি সাংসদ হলেন?

অরূপ বলেন, যে অতৃপ্ত আত্মারা ৩২ হাজার পরিবারের চোখের জলের বিনিময়ে পলিটিক্যাল ডিভিডেন্ট কুড়াতে চেয়েছিল, আজকে হাইকোর্টের রায় সেই নেক্সাসকে বেআব্রু করে দিল। হাজার হাজার চাকরিপ্রার্থীর চোখের জল দেখে আনন্দ পেয়েছিল যাঁরা, তাঁদের মুখে চুনকালি লেপে দিল আজকের এই রায়। আবার তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, চাকরি খাওয়ার রাজনীতি করছে বিরোধীরা। যিনি রায় দিয়েছিলেন, তিনি বিচারপতি পদে ইস্তফা দিয়ে বিজেপির টিকিটে নির্বাচনে জিতেছেন। তাহলে কি টিকিট পাওয়ার এটাই শর্ত ছিল?

ডিএসপি পদে যোগ দিলেন রিচা ঘোষ

■ নতুন ইনিংস শুরু করার পর পরিবারের সঙ্গে রিচা।

প্রতিবেদন: জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করলেন শিলিগুড়ির তারকা উইকেটকিপার-ব্যাটার রিচা ঘোষ। বুধবার থেকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশের ডিএসপি হিসেবে দায়িত্ব নিলেন এই ক্রিকেটার। এদিন তাঁকে নতুন দায়িত্ব দিয়ে স্বাগত জানান রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। ভারতের হয়ে মহিলাদের এক দিনের বিশ্বকাপ জেতার পরেই রিচাকে নিয়োগপত্র দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ইডেনে বাংলার ক্রিকেট সংস্থার অনুষ্ঠানে রিচার হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সেই দায়িত্বই নিজের কাঁধে নিলেন তিনি। মেয়ের দায়িত্ব নেওয়ার সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন বাবা-মা। রিচার দায়িত্ব নেওয়ার কথা জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ টুইট করে লেখে, ভারতের বিশ্বকাপজয়ী মহিলা ক্রিকেট দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য রিচা ঘোষ ডিএসপি পদমর্যাদায় রাজ্য পুলিশে যোগ দিলেন। তাঁকে শিলিগুড়ি কমিশনারেটের সহকারী কমিশনার পদে নিযুক্ত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের পরিবারে রিচাকে স্বাগত। প্রসঙ্গত, মেয়েদের আসন্ন আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে মাঠে নামতে দেখা যাবে তাঁকে।

অনুরোধ করেও মিলল না রেহাই, পায়ে সংক্রমণ ছড়িয়ে অসুস্থ বিএলও অনির্বাণ

সংবাদদাতা, হাওড়া : চরম অমানবিক নির্বাচন কমিশন! প্রতিবন্ধকতার যাবতীয় তথ্য জমা দিয়েও মিলল না রেহাই। পায়ে সংক্রমণ নিয়ে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএলও। হাওড়ার ডোমজুড়ের এই ঘটনায় নিন্দার ঝড় উঠেছে। নাম অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ডোমজুড় বিধানসভার সলপ-১ পঞ্চায়েতের ৬৩ নম্বর পার্টের বিএলও ছিলেন পেশায় শিক্ষক অনির্বাণ। প্রায় ৫০ শতাংশ শারীরিক প্রতিবন্ধকতা। বেশি হাঁটাচলা করা বারণ। পরিবারের অভিযোগ, এসআইআর চালুর আগে পরিবারের তরফে কমিশনের কাছে তাঁর প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও তাঁকে দিয়ে জোর করে এসআইআর-এর কাজ করানো হচ্ছিল। এর ফলে বাঁ পায়ে সংক্রমণ ছড়িয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তিনি। ঘটনায় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন অনির্বাণ ও তাঁর পরিবার। এদিকে, তাঁর চিকিৎসা করানোর সামর্থ্যও নেই পরিবারের। গোটা ঘটনায় কমিশন ও বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়।

■ অসুস্থ বিএলওকে দেখতে হাসপাতালে তৃণমূল নেতা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার।

এদিন ওই অসুস্থ বিএলওকে হাসপাতালে দেখতে যান তিনি। রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিজেপির নির্দেশে কমিশন মানুষের ওপর বুলডোজার চালাচ্ছে। অর্নিবাণ বেশ কিছু দিন ধরে অসুস্থ, চিকিৎসাও চলছিল। সম্প্রতি ঠিকমতো হাঁটতেও পারতেন না। এই অবস্থায় অনির্বাণ এসআইআরের কাজ করতে চাননি। কিন্তু কমিশন তা শোনেনি। ফলে আজ এই পরিণতি।

সজাগ থাকুন, কর্মীদের নির্দেশ সুজিতের

সংবাদদাতা, বসিরহাট : খসড়া তালিকা প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত তৃণমূল কর্মীদের সজাগ থাকার নির্দেশ দিলেন মন্ত্রী সুজিত বসু। ভোটার তালিকা থেকে যাতে নাম বাদ না দিতে পারে তার জন্য সমস্ত স্তরের তৃণমূলের কর্মী ও বিএলএ ২-দের বিশেষ ভাবে সজাগ থাকার নির্দেশ দিলেন বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার পর্যবেক্ষক সুজিত বসু। বসিরহাট ১নং ব্লক তৃণমূল পক্ষ থেকে বুধবার ইটিণ্ডায় এসআইআর-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু, ব্লক সভাপতি সরিফুল মণ্ডল, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শফিকুল দফাদার, জেলা সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম লিটন ও জেলা আরটিএ সদস্য সুরজিৎ মিত্র বাদল-সহ দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকরা। প্রতিবাদ সভা থেকে তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের সজাগ থাকার নির্দেশ দিয়ে সুজিত বসু বলেন, এসআইআরের নাম করে সাধারণ মানুষের নাম বাদ দিতে পারে কমিশন। এটা যাতে না পারে তার জন্য আপনাদের সারাক্ষণ সজাগ থাকতে হবে। বিএলওরা সঠিক ভাবে কাজ করছে কিনা তার দিকে আপনাদের লক্ষ্য নজর রাখতে হবে। ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক বহাল থাকা নিয়ে তিনি বলেন, এই জয়, আমাদের জয়।

■ খড়দহের বন্দিপুর পঞ্চায়েতে জলাশয় ভরাটের অভিযোগ পেয়ে স্থানীয় মানুষদের সহযোগিতায় তা রুখে দিলেন স্থানীয় বিধায়ক ও মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

■ যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে এসআইআর ওয়াররুমে মন্ত্রী-মেয়র ফিরহাদ হাকিম। রয়েছেন বিধায়ক দেবব্রত মজুমদার, কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত।

■ কৈলাস মিশ্রের নেতৃত্বে সংহতি দিবসের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হল হাওড়া জেলা তৃণমূল ভবনে। সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ধূপগুড়িতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে দলছুট তিনটি হাতি। বাসিন্দাদের সতর্ক করতে বনদফতরের চলছে মাইকিং। গোটা এলাকায় পাহারায় রয়েছেন বনকর্মীরা

আমার বাংলা
4 December, 2025 • Thursday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

প্রস্তুতি সভা

■ খুব শীঘ্রই কোচবিহারে আসার কথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। জেলা নেতৃত্বর তরফে শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। বুধাবার জেলার বাসিন্দাদের আহ্বান জানাতে হয় মিছিল। পরেও প্রস্তুতি সভাও হয়। ছিলেন বিধায়ক সংগীতা রায়, কর্মাধ্যক্ষ নুর আলম হোসেন।

অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত

■ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেল দুটি দোকান। জলপাইগুড়ির আমগুড়ি বাজার এলাকায়। বুধবার ভোর রাতে আমগুড়ি বাজারের একটি মিষ্টি ও মুদির দোকানে আগুন লাগে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ইঞ্জিন। সময়মতো দমকল পৌঁছনোয় ঘিঞ্জি এলাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়েনি। দমকলের প্রাথমিক অনুমান গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ফলে আগুন। তবে আসল কারণ খতিয়ে দেখতে শুরু হয়েছে তদন্ত।

আখতার মামলা

■ আরজি কর দুর্নীতি মামলায় চার্জশিটে অভিযুক্ত হাসপাতালের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলিকে ১৬ ডিসেম্বর আলিপুর আদালতে হাজির থাকার নির্দেশ দিলেন বিচারক। দুর্নীতির অভিযোগ তুলে হিরো হতে গিয়ে নিজেই অভিযুক্ত আখতার। চার্জশিটে সিবিআই স্পষ্ট ভাষায় বলেছে, সন্দীপ ঘোষ হাসপাতালে যোগ দেওয়ার অনেক আগে থেকেই আখতার আলি দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। একাধিক অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে।

ঋষিকে সংবর্ধনা

■ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দিবস উদযাপন হল রায়গঞ্জ কর্ণজোড়ায় অবস্থিত সূর্যদয় হোমে। উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসন আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রায় ৭০ জন বিশেষ ভাবে সক্ষম ছেলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। ছিলেন জেলা শাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনা, মহকুমাশাসক তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। উত্তর দিনাজপুরের গর্ব আউটস্ট্যান্ডিং ক্রিয়েটিভিট চাইল্ড উইথ ডিসেবিলিটি ক্যাটাগরিতে কালিয়াগঞ্জের গর্ব ঋষি ঘোষকে এদিন সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ঋষির হাতে তুলে দেন রাজ্য সরকারের নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী শশী পাঁজা। ২.৮৮ সেকেন্ডে কমপিউটার কিবোর্ডে এ টু জেড টাইপ করে দৃষ্টিহীন ঋষি ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম তুলেছে।

বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে না তো?
আতঙ্কে আত্মঘাতী সীমান্তের বাসিন্দা হাসিনা

সংবাদদাতা, কোচবিহার : সীমান্ত লাগোয়া গ্রামে বাস। ভোটার, আধারে পদবি ভিন্ন। বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে না তো? ভিটে মাটি ছাড়তে হবে? দিনরাত এই চিন্তায় গ্রাস করেছিল কোচবিহারের তুফানগঞ্জের সীমান্ত-লাগোয়া মধ্যবালাভূতের হাচনা গ্রামের বাসিন্দা হাসিনা বিবিকে। মানসিক এই চাপ সামলাতে পারেননি। বুধবার বাড়িতে কেউ না থাকায় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হন হাসিনা। পুলিশ এসে উদ্ধার করে নিথর দেহ। এসআইআর আতঙ্কে ঘটল আরও এক মর্মান্তিক মৃত্যু। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ৪০। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে আর কত প্রাণ নেবে নির্বাচন কমিশন। ঘটনার খবর পেয়েই এদিন হাসিনা বিবির বাড়িতে পৌঁছন জেলাসভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। শোকার্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। পাশে থাকার কথা দেন। মৃতের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, আধার কার্ডে নাম আছে হাসিনা বিবি এবং ভোটার কার্ডে নাম আছে হাসিনা রিবি। দুই পরিচয়পত্রে দু'রকম নামের বানান থাকায় আতঙ্কে ভুগছিলেন হাসিনা বিবি। বারে বারেই বলতেন ভিটে-মাটি হারাতে হবে না তো? প্রতিবেশীদেরও একই বিষয়ে জিজ্ঞেস করতেন হাসিনা। মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। বুধবার বাড়িতে কেউ ছিল না, তখনই গলায় দড়ি দেন। পরিবারের লোকজনের দাবি দু-জায়গায় দু-রকম নাম থাকায় বেশ কিছুদিন থেকে চিন্তায় ছিলেন তিনি। মঙ্গলবার দুপুরে বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। মৃতার স্বামী আসরাবুল শেখ বলেন, এভাবে যে স্ত্রী চলে যাবে ভাবিনি। এসআইআর নিয়ে খুব আতঙ্কে ছিল। শুধু এব্যাপারেই কথা বলত স্ত্রী। আমি অনেকবার বলেছিলাম চিন্তা না করতে। জানা গেছে মৃত হাসিনা বিবির স্বামীর পানের দোকান রয়েছে। সংসারে আছে দুই ছেলে। এসআইআর আতঙ্ক প্রাণ কেড়ে নেবে তা এলাকাবাসীরা স্বপ্নেও ভাবেন নি। এসআইআর নিয়ে আতঙ্ক এতটাই ছিল শেষ কিছুদিন আগে বাড়িতে মানুষ এলে লুকিয়ে থাকতেন। এমনকী খাওয়াও বন্ধ করে দিয়েছিলেন তিনি। তিনি বলেন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাদের পাশে আমরা আছি।

■ হাসিনা বিবি

■ শোকার্ত পরিবারের পাশে জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক।

রাজ্যের উদ্যোগে প্রাণ ফিরছে রেশমশিল্পের

সংবাদদাতা, মালদহ: রেশম শিল্প একসময় প্রায় ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। তবে গত কয়েক বছরে ছবিটা বদলে দিয়েছে রাজ্য সরকার। সেই পরিবর্তনের বাস্তব চিত্র খতিয়ে দেখতে মালদহের কালিয়াচক কোকুন বাজারের পরিদর্শনে যান মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। সঙ্গে ছিলেন মালদহ জেলা রেশম দপ্তরের কর্তা-ব্যক্তিরা ও কেন্দ্রীয় রেশম পর্ষদের বৈজ্ঞানিক সুপর্ণা সাহা। রেশম চাষের জন্য কালিয়াচক বহুদিন ধরেই রাজ্যের অন্যতম কেন্দ্র। তিনটি ব্লক জুড়ে হাজার হাজার মানুষ রেশম গুটি উৎপাদন ও রেশম শিল্পের উপর নির্ভরশীল। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে কোকুন মার্কেটে রেশম গুটির দামে লক্ষণীয় বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে। সেই বাজারের পরিস্থিতি, গুটি বিক্রেতা ও ক্রেতাদের অভিজ্ঞতা জানতে এদিন সরেজমিনে যান মন্ত্রী। কোকুন মার্কেট পরিদর্শন করে তারা গুটির মান, দাম এবং বাজারের সামগ্রিক অবস্থান পর্যালোচনা করেন। বিক্রেতা-ক্রেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে শুনে নেন তাদের সমস্যার কথা। বিজ্ঞানী সুপর্ণা সাহা জানান, বর্তমানে ভালমানের গুটি আসায় চাষিরা ন্যায্য দাম পাচ্ছেন। লক্ষ্য রেশম শিল্পকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, একসময় প্রায় মৃতপ্রায় এই শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর উদ্যোগেই নতুন দিশায় এগোচ্ছে মালদহের রেশম শিল্প।

■ কোকুন বাজারের পরিদর্শনে সাবিনা ইয়াসমিন।

বহুতল সমস্য

প্রতিবেদন : বহুতল সমস্যা সমাধানে রাজ্য সরকার তথা তৃণমূল কংগ্রেস পাশে থাকবে। আরও স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে মেয়র ফিরহাদ হাকিমের ডাকে বহুতলের সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ সংক্রান্ত বৈঠকে হাজির ছিলেন বিভিন্ন আবাসনের সভাপতি ও সম্পাদকরা। সেখানেই মেয়রের ফোনে মুর্শিদাবাদ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোনও সমস্যা হলে আমাদের জানান। রাজ্য সরকারি দফতরের বিষয় বা নাগরিক সমস্যার সমাধান আমরাই করব। নানা অপপ্রচার করে শান্তি ও সম্প্রীতি বিঘ্নিত করার চেষ্টা করছে। আমরা তা হতে দেব না।

সংখ্যা কমে ২৯

প্রতিবেদন : এসআইআরে ভোটারহীন বুথের সংখ্যা ক্রমশ কমছে। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ২২০৮ থেকে নামল ২৯-এ। সোমবার এই ধরনের বুথের সংখ্যা নিয়ে হইচই শুরু হওয়ার পর মঙ্গলবার সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৪৮০-তে। বুধবার তা ২৯-এ নেমে আসে। এর মধ্যে জয়নগরের ২০টি বুথ ও ৪টি মালদহে, ২টি পুরুলিয়ায় এবং বাকিগুলি জলপাইগুড়ি, হাওড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরে। স্বভাবতই কমিশনের কাজকর্ম নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। দেখার বিষয়, এই সংখ্যা বাকি ক'দিনে কতো হয়!

আরবের বাজার কাঁপাচ্ছে বাংলার নীল চা

সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায় ● শিলিগুড়ি

দেশীয় নীল চায়ের চাহিদা বাড়ছে বিদেশের মাটিতে। নেপাল, ভুটান-এর পাশাপাশি সৌদি আরবের মতো দেশে দেশীয় পদ্ধতিতে তৈরি এই নীল রঙের চা বিকচ্ছে ৬৫০০ টাকা কেজি থেকে ৮০০০ টাকা প্রতি কেজি দরে। জানা গিয়েছে সৌদি আরবের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের শহরে জাজান-এ নীল চা-এর চাষের পরিধি বাড়াতে চলেছে। নীল চা বিদেশে ক্রমশ জনপ্রিয়তা লাভ করছে, কারণ এটি শুধুমাত্র স্বাস্থ্যকরই নয়, এর আকর্ষণীয় নীল রঙের জন্যও পরিচিত। রঙের আকর্ষণীয়তা এবং রাসায়নিক মিশ্রণের জন্য এটি বিভিন্ন ধরনের পানীয় এবং অভিনব খাবারে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশেষ করে, এটি ক্যাফে, বার এবং রেস্তোরাঁয় বেশ জনপ্রিয়। প্রসঙ্গত সমীক্ষা বলছে, অপরাজিতা ফুলের চায়ে অল্প ল্যাক্সাটিভ রয়েছে, যা হজমশক্তি বাড়ায়। পাশাপাশি কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতেও অপরাজিতা ফুলের চা উপকারী। সমীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে, অপরাজিতা ফুলের চা ব্লাড শুগার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। ডায়াবেটিক রোগীরা এই চা পান করলে উপকার পাবেন। পাশাপাশি হার্ট সুরক্ষিত রাখতে এই নীল চা কার্যকরী। অপরাজিতা ফুল দিয়ে তৈরি হচ্ছে এই নীল টি, এই ফুল স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী, বিক্রেতারা জানছেন অপরাজিতা ফুলের চা-এর একাধিক পুষ্টিগুণ আছে যা ত্বক, চুলের যত্নের পাশাপাশি ওজন কমাতেও সাহায্য করে।

আমার বাংলা
4 December, 2025 • Thursday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভোটরক্ষা শিবিরে নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করে অরূপ : সারের সময় বাড়ানোটাও ষড়যন্ত্র

■ জেলা সফরের ষষ্ঠ দিনে দুর্গাপুরে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে সভায় বক্তব্য পেশ করছেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। ডানদিকে, মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের সঙ্গে বিদ্যুৎমন্ত্রী। বুধবার।

সংবাদদাতা দুর্গাপুর : জেলা সফরের ষষ্ঠ দিনে বুধবার দুর্গাপুর পূর্ব ও দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা এলাকায় দলীয় নির্দেশে এসআইআরের কাজের তদারকি করেন এবং দুর্গাপুরের ভোটরক্ষা শিবিরগুলি পরিদর্শন করেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও জেলার বিভিন্ন শাখা সংগঠনের প্রধানরা। দুর্গাপুরের অ্যান্ড্রুজ প্লেসে পঞ্চায়েত ও সমবায় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের বাসভবনে আয়োজিত ভোটরক্ষা শিবিরে এসে নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করেন বিদ্যুৎমন্ত্রী। তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ, এসআইআরের সময় বাড়ানো আরও একটি ষড়যন্ত্র এবং বিএলওদের উপর অযথা চাপ সৃষ্টি করে এই বিষয়ে ভোটারদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, বাংলায় কোনও ষড়যন্ত্রই সফল হবে না। যোগ্য ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়তে দেবে না তৃণমূল। প্রয়োজনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দিল্লি অভিযানে যাওয়ার কথাও জানান তিনি। বৈঠকে বিএলএদের প্রতি ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয় দলের তরফে।

দুর্গাপুর

সমবায় সমিতির শতবর্ষ উদযাপিত

সংবাদদাতা, এগরা : পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা ২ ব্লকের বাথুয়াড়ির গ্রাম পঞ্চায়েতের জগন্নাথকরবাড় দেশপ্রাণ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির শতবর্ষ উদযাপিত হল বুধবার মহাসমারোহে। শতবর্ষ উদযাপনে আগত বিশিষ্টদের সংবর্ধনা জানানো হয়। সমিতির সভাপতি সুশান্তকুমার মাইতি বলেন, এই মুহূর্তে গ্রাহকের সংখ্য সাড়ে ৩ হাজার। এসিজি গ্রুপ আছে ৬৫০টি এবং ডিপোজিট প্রায় ১০ কোটি। অনুষ্ঠানে ছিলেন উপস্থিত বলাগেড়িয়া সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ভাইস চেয়ারম্যান পার্থসারথি দাস।

প্রতিবন্ধী দিবসে এসপির উপহার খুদেদের

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর : জেলা পুলিশের উদ্যোগে খড়্গপুর টাউন থানার ব্যবস্থাপনায় বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন হল।খড়্গপুর পুরসভার প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন খুদে থেকে বড় মিলে প্রায় ৪০ জনের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া দিলেন পুলিশ সুপার পলাশচন্দ্র ঢালি, খড়্গপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ সেন, খড়্গপুরের এসডিপিও ধীরাজ ঠাকুর, খড়্গপুর টাউন থানার আইসি পার্থসারথি পাল-সহ পুলিশকর্মীরা। এদিন পুলিশ সুপার বলেন, খড়্গপুর শহর-সহ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মানুষের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমাদের। আমাদের সমস্ত পুলিশ কর্মীকে ধন্যবাদ এত কম সময়ের মধ্যে এত তাড়াতাড়ি এই সুন্দর পোগ্রামটা সাজিয়ে তোলার জন্য।

ট্রাকের ধাক্কায় ভাঙল কয়েকটি গাড়ি, বাইক

সংবাদদাতা, আসানসোল : কুলটির চিনাকুড়ি ৯ নম্বর এলাকার পাশে এক ম্যারেজ হলে মঙ্গলবার একটি বিয়ের অনুষ্ঠান চলাকালীন সেখানে আচমকাই একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঢুকে পড়ে। তার ধাক্কায় ১০টি বাইক, ৩টি চার চাকা গাড়ি গুঁড়িয়ে দেয়। পাশের একটি দোকানও ভেঙে যায় ট্রাকের ধাক্কায়। এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। কোনও হতাহতের খবরও মেলেনি। তবে ট্রাক ড্রাইভারকে ইতিমধ্যেই আটক করা হয়েছে বলে খবর। এই ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। স্থানীয়রা বিক্ষোভ দেখালে খবর পেয়ে কুলটি থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

বিজেপি-শাসিত রাজ্যে বাংলা ও বাঙালি বিদ্বেষের প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন কাজল

সংবাদদাতা, বীরভূম : বাংলায় কথা বলার জন্য বাঙালিদের উপর দেশ জুড়ে অত্যাচারের প্রতিবাদ জানিয়ে বুধবার বোলপুরের গীতাঞ্জলি পেক্ষাগৃহে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসের অনুষ্ঠানে সরব হলেন জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ। তিনি বলেন, বীরভূমের সোনালি বিবি তাঁর স্বামী-সন্তানদের নিয়ে কর্মসূত্রে দিল্লিতে ছিলেন। সেখান থেকে বাংলায় কথা বলার জন্য বাংলাদেশি তকমা দিয়ে তাঁদের জোর করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এটাই হল সমাজকে আসলে প্রতিবন্ধী করে দেওয়ার ঘৃণ্য চক্রান্ত। কিন্তু আমরা দেখলাম সোনালি বিবি ও তাঁর স্বামী-সন্তানদের বাংলাদেশের আদালত জামিনে মুক্তি দিয়েছে। বাংলাদেশ সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, সোনালি বিবি বাংলাদেশি নন। তিনি ভারতীয় এবং বীরভূমের পাইকর গ্রামের বাসিন্দা। মানুষ শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী হলে চিকিৎসার মাধ্যমে তাঁকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনা যায়। কিন্তু সমাজকে যখন প্রতিবন্ধী করার চেষ্টা হয় তখন ধরে নিতে হবে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। সাংবিধানিক অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার এই যে ষড়যন্ত্র চলছে তার বিরুদ্ধেই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী লড়াই শুরু করেছেন। আমরা তৃণমূলের সৈনিক হিসেবে সেই লড়াইয়ের সমান অংশীদার। কাজল জানান, খুব শীঘ্রই সোনালি বিবি বীরভূমের পাইকরে তাঁর নিজের বাড়িতে সসম্মানে ফিরবেন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, কোনওভাবেই মানুষের সঙ্গে অন্যায় বরদাস্ত করবেন না। সুবিচার চেয়ে মানুষের প্রতিবাদের আওয়াজ দিল্লি অবধি পৌঁছবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ।

■ প্রতিবন্ধী দিবসে শিশুদের সঙ্গে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ ও সভাধিপতি কাজল শেখ।

বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য প্রশাসনের উদ্যোগ

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর : জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং জেলা সমগ্র শিক্ষা মিশনের আয়োজনে বুধবার শ্রীঅরবিন্দ শিশুউদ্যানে পালিত হল বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের জন্য আন্তর্জাতিক দিবস। ছিলেন সভাধিপতি প্রতিভারানি মাইতি, ডিএম বিজিন কৃষ্ণ, এডিএম-সহ প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শিশুদের হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের রং-তুলির টানে ফুটে ওঠে তাদের মনের কথা।

■ প্রতিবন্ধী শিশুর হাতে উপহার জেলাশাসকের।

পৌষপার্বণের আগে খেজুরগুড় তৈরির লক্ষ্যে ঝাড়গ্রামে শিউলিরা

দেবব্রত বাগ • ঝাড়গ্রাম

শীতের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বাঙালি। ঘরে ঘরে আর কদিন পরেই শুরু হয়ে যাবে পৌষপার্বণের প্রস্তুতি। পিঠেপুলির চিরচেনা স্বাদকে আরও মোহনীয় করে তুলতে চাই টাটকা খেজুরগুড়। গুড় তৈরির কাজকে সামনে রেখে প্রতি বছরের মতো এবারও ঝাড়গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় এসে পৌঁছেছেন বাইরের জেলার শিউলিরা। ভোরের আলো ফুটতেই শুরু হয়ে যাচ্ছে তাঁদের কাজ। গাছে ওঠা, বেঁধে রাখা প্লাস্টিকের কলসিতে জমা হওয়া রস নামানো এ সবই চলছে দ্রুততার সঙ্গে। এরপর এই রস বড় বড় কড়াইয়ে জ্বাল দিয়ে তৈরি হবে টাটকা খেজুরগুড়। ফুটতে থাকা রসের মন মাতানো গন্ধ শীতসকালের হিমেল হাওয়ার সঙ্গে মিশে যেন উৎসবের আমেজ তৈরি করবে। প্রতি বছর জেলার সাঁকরাইলের ধানঘোরি-সহ বিভিন্ন এলাকায় শিউলিরা এসে গুড় তৈরির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁরা জানান, শীতের মরশুমটাই তাঁদের মূল রোজগারের সময়। খেজুররস থেকে তৈরি খাঁটি গুড়ের চাহিদাও বাড়ে এই সময়। পার্শ্ববর্তী জেলা ও বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের মানুষ আসেন গরম গুড়, পাটালি কিংবা নলেনগুড় কিনতে। গুড় দিয়েই তৈরি হয় পিঠেপুলির পাশাপাশি নানা ধরনের মিষ্টিও। পৌষপার্বণের দিনগুলোকে উপভোগ্য করে তোলে খাঁটি, তাজা খেজুরগুড়। শিউলিরা জানান, বছরভর অপেক্ষা করি শীতের জন্য। এই সময়ই আমাদের পরিবারের মুখে হাসি ফোটে। আর এই গুড়েই এলাকার মানুষকেও খুশি করতে পারি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বুধবার বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে আসানসোলে দুটি পদযাত্রা করে আশানিকেতন ও আসানসোল আনন্দম। প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও শিক্ষকরা ছাড়াও ছিলেন চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিম বর্ধমানের এডিএম কৌশিক সিনহা

আমার বাংলা

4 December, 2025 • Thursday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
৪ ডিসেম্বর ২০২৫
বৃহস্পতিবার

এসআইআর ও দিদির দূত পর্যালোচনায় মন্ত্রীর বার্তা আগামী ১ মাস সতর্ক থাকুন

জয়পুরে দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে দিদির দূত মন্ত্রী ডাঃ মানস ভুঁইয়া।

সংবাদদাতা, জয়পুর : বাঁকুড়ার জয়পুর ব্লকে এসআইআর কর্মসূচি পর্যালোচনায় দিদির দূত হিসাবে মন্ত্রী ডাঃ মানুষ ভুঁইয়া এসে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন বুধবার। এদিন বিশেষ ক্যাম্পে গিয়ে তিনি জয়পুরে চলা বিভিন্ন কর্মসূচির কাজ খতিয়ে দেখেন এবং জয়পুর ব্লকের কাজে সন্তোষ প্রকাশ করেন। মন্ত্রীর কথায়, জয়পুরে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ হয়েছে এসআইআর এবং দিদির দূত উভয় ক্ষেত্রেই দল ও প্রশাসনের সমন্বয়ে। মন্ত্রী বলেন, গণতন্ত্রে দশ ভোটে ও কেউ হেরে যায়। তাই প্রকৃত ভোটারদের নাম যেন বাদ না যায় সেটা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। ব্লক নেতৃত্বকে তিনি নির্দেশ দেন খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর প্রতিটি নাম খুঁটিয়ে দেখার জন্য। যাঁর নাম থাকার কথা কিন্তু নেই, তাঁকে হিয়ারিংয়ে হাজির করানোর পাশাপাশি ২০০২ সালে যাঁদের নাম ছিল অথচ চলতি তালিকায় নেই, তাঁদের ক্ষেত্রেও দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলেন। ২০২৬ সালে যেসব ছেলেমেয়ের ১৮ বছর পূর্ণ হবে, তাদের ৬ নম্বর ফর্ম পূরণ করে ভোটার তালিকায় নাম তোলার দায়িত্বও কর্মীদের দেন তিনি। পাশাপাশি বিবাহ সূত্রে অন্য ব্লকে চলে যাওয়া মহিলাদের নাম সঠিকভাবে স্থানান্তর এবং জয়পুর ব্লকে নবাগত বধূদের নাম নির্ধারিত ফর্মে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেন। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি সুব্রত দত্ত, জেলা চেয়ারম্যান বিক্রমজিৎ চট্টোপাধ্যায়, তৃণমূল মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী সংগীতা মালিক, জয়পুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি অনুপ চক্রবর্তী, জয়পুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি-সহ ব্লকের প্রধান এবং তৃণমূল নেতৃত্ব। সাংবাদিকদের মন্ত্রী বলেন, জয়পুর ব্লক অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছে। আগামী এক মাস আরও কঠোর পরিশ্রম ও সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। কারণ ভোটার তালিকা সংশোধন এখন সবচেয়ে সংবেদনশীল বিষয়।

জয়পুর

এসআইআরের কাজ পরিদর্শনে এসে প্রশংসা রোল অবজারভারের

পশ্চিম বর্ধমান

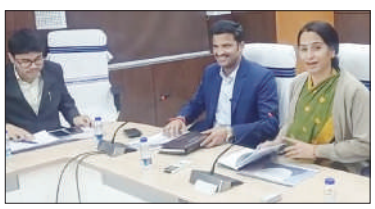

জেলাশাসকের সঙ্গে জেলার রোল অববজারভার স্মিতা পান্ডে।

সংবাদদাতা, আসানসোল : পশ্চিম বর্ধমান জেলায় এসআইআরের কাজ ভালই চলছে। পরিদর্শনে এসে একথা জানান পশ্চিম বর্ধমান জেলার রোল অবজারভার স্মিতা পান্ডে। বুধবার বিকেলে জেলাশাসকের অফিসে আসেন আসেন তিনি। জেলাশাসক এস পোন্নাবলম, প্রশাসনের অনান্য আধিকারিক, ইআরও-সহ সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এসআইআর নিয়ে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয় বৈঠকে। জেলাশাসক এস পোন্নাবলম জানান, এখনও পর্যন্ত এই জেলায় ৮৫.৬১ শতাংশ এনুমারেশন ফর্ম ডিজিটাইজেশনের কাজ হয়ে গিয়েছে। তবে এই জেলায় এখনও পর্যন্ত মোট মৃত ভোটারের সংখ্যা ৯৩১৩৮ জন। এছাড়া ৫৭২৫৬ জন ভোটারকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ঝাড়গ্রামে চন্দ্রিমার বার্তা, ভোটার তালিকা ও ‘দিদির দূত’ অ্যাপ নিয়ে গাফিলতি চলবে না

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ভোটার তালিকা ও ‘দিদির দূত’ অ্যাপে তথ্য আপলোডে কোনওরকম গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না। ঝাড়গ্রাম জেলার তিন দফার দলীয় বৈঠক থেকে কড়া বার্তা দিলেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তবে একই সঙ্গে গ্রামেগঞ্জে ঘুরে পরিশ্রম করে মাঠের কাজ সামলানো বিএলওদেরও প্রশংসা করেন তিনি। তাঁর কথায়, বিএলওরা ভাল কাজ করছেন। গ্রামে গ্রামে তথ্য সংগ্রহ করা সহজ নয়। তবে সংগঠনের অভাব ঢাকতে অন্যকে দোষারোপ করলে চলবে না। প্রয়োজন হলে বিএলএ ২ দেওয়া যেত। তৃণমূল নেতৃত্ব প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লড়াকু নেতৃত্ব সারা দেশে আর কেউ নেই। বাংলা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে, আবারও করবে। ভোটার তালিকা ও ‘দিদির দূত’ অ্যাপে তথ্য আপলোড প্রসঙ্গে আরও স্পষ্ট বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, যেখানে কাজ বাকি আছে, দ্রুত ১০০ ভাগ আপলোড করতে হবে। নেটওয়ার্ক সমস্যার কথা জানি। তবুও কষ্ট করেই এই কাজ করতে হবে। নির্বাচন কমিশনকে বিষয়টি জানানো হলেও সদুত্তর মেলেনি, তবু আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি। এদিন নয়াগ্রাম বিধানসভার খড়িকামাথানি, গোপীবল্লভপুর ১ ব্লকের ছাতিনাশোল এবং গোপীবল্লভপুর বিধানসভার লোধাশুলিতে তিন দফা বৈঠক করেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ঝাড়গ্রামে সবাই মিলেই সমন্বয় রেখে কাজ করছেন। এসআইআর করার ফলে সংগঠিত হওয়ার পথ আরও প্রসারিত হয়েছে। এখন আমরা গর্বের সঙ্গে ঝাড়গ্রাম জেলার কথা বলতে পারি। আগে তো ছিল না। পিছিয়ে পড়া মানুষের কথা কেউ ভাবেনি। যাঁরা বড় বড় বক্তৃতা দেন, তাঁরাও কোনওদিন ভাবেননি এই এলাকায় জেলা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে। এখানকার আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমরা নিয়েছি। সভাগুলিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি ও বিধায়ক দুলাল মুর্মু, বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাত, জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান বীরবাহা সোরেন টুডু, জেলা পরিষদের মেন্টর স্বপন পাত্র প্রমুখ। লোকসভা নির্বাচনের আগে সংগঠন ও নির্বাচন সংক্রান্ত প্রস্তুতিকে আরও গতি দিতেই এই বৈঠক বলে জানিয়েছে জেলা তৃণমূল।

ঝাড়গ্রামে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বুধবার।

মুর্শিদাবাদে ধুলিয়ানের কাঞ্চনতলা ঘাটে সামশেরগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র তৃণমূলের উদ্যোগে আয়োজিত বিশাল মিছিলে হাঁটলেন সাংসদ তথা আইএনটিটিইউসি রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঁদিকে, বিশাল জনসমাবেশে বক্তব্য পেশ করছেন তিনি।

মাত্র ৩ বছরে ইন্ডিয়া রেকর্ডস বইয়ে নাম উঠল অভ্রদীপের

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : যে বয়সে সাধারণ শিশুর অক্ষর জ্ঞানও সম্পূর্ণ হয় না, সেই বয়সেই সাঁকরাইল ব্লকের বনপুরা গ্রামের ৩ বছর ৫ মাস বয়সি খুদে অভ্রদীপ সেন তার বহুমুখী প্রতিভার জোরে জায়গা করে নিয়েছে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে। বয়সে একরত্তি হলেও প্রতিভায় ভরপুর এই বিস্ময় বালক। অভ্রদীপের শিক্ষক, আত্মীয়পরিজন থেকে প্রতিবেশীরাও তার এই প্রতিভায় মুগ্ধ। বিভিন্ন দেশের নাম, রাজধানী, জাতীয় পতাকা, ভারতের ২৯টি রাজ্যের রাজধানী তার মুখস্থ। ১০০-রও বেশি সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর সে দিতে পারে অনায়াসে। শুধু তাই নয়, গায়ত্রী মন্ত্র থেকে নানা ছড়া, সবই তার ঠোঁটস্থ। অভ্রদীপের বাবা দেবাশিস সেন পেশায় অধ্যাপক এবং মা নমিতা সেন গৃহবধূ। বাড়িতে অধিকাংশ সময় মায়ের সঙ্গেই কাটে তার। খেলতে খেলতেই শেখানোর মাধ্যমেই জন্ম নিয়েছে এই প্রতিভা। বয়স যখন দুই-আড়াই, তখনই সে বিভিন্ন দেবদেবীর ছবি চেনা, বিভিন্ন দেশের পতাকা সনাক্ত করা, দিন-তারিখ-মাসের নাম মনের ভিতর গেঁথে নেওয়ার ক্ষমতা দেখায়। খেলার ছলেই মা নমিতা ছেলের মেধার পরিচর্যা করেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই প্রাণী চিহ্নিতকরণ থেকে শুরু করে জাতীয় প্রতীক, রাজ্য-রাজধানী ইত্যাদি একাধিক বিষয়ে সাবলীল দক্ষতা অর্জন করায় অভ্রদীপের প্রতিভার স্বীকৃতিতেই সম্প্রতি ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে উঠেছে তার নাম।

মা-বাবার সঙ্গে খুদে অভ্রদীপ।

উপস্থিতি ১৩ হাজার ছাড়াল

সেবাশ্রয়-২

প্রতিবেদন : পয়লা ডিসেম্বর থেকে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ডায়মন্ড হারবারের সাত বিধানসভা কেন্দ্রে ফের শুরু হয়েছে সেবাশ্রয় ২। বুধবার, সেবাশ্রয় ক্যাম্পের তৃতীয় দিনে ২৭টি স্বাস্থ্যশিবিরে মোট ৬০১৫ জন চিকিৎসার জন্য নাম নথিভুক্ত করেছেন। সূচনার পর প্রথম তিনদিনে সেই সংখ্যাটা ১৩,০১৭! ৩,৯৭৪ জনকে চিকিৎসার পর বিনামূল্যে ওষুধপত্র দেওয়া হয়েছে। ৪,০৯১ জনের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিনামূল্যে হয়েছে। ১৭৭ জনকে পরিস্থিতি বুঝে বিভিন্ন হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। ডায়মন্ড হারবারবাসীর জন্য ‘সকলের সুরক্ষা, আমাদের অঙ্গীকার’ শপথেই চলছে সেবাশ্রয় ২-এর এই পথচলা।

জাল লটারিচক্রের বিরুদ্ধে সাফল্য

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : জামবনির চিচিড়া গ্রাম থেকে জাল লটারিচক্র ধরল পুলিশ। থানার আইসি চিচিড়া বাজার এলাকায়। অভিযানে নামেন। উদ্ধার হয় কয়েক লক্ষ টাকার জাল লটারির টিকিট, লটারির টিকিট ছাপানোর মেশিন, কাটিং মেশিন, একাধিক কম্পিউটার এবং নগদ টাকা। গ্রেফতার হয় পাণ্ডা শেখ সাদেকুল হোক আনসারি। আনসারি স্বীকার করেছে, জাল লটারি ব্যবসা বহুদিন ধরে চালাচ্ছিল। ঝাড়খণ্ড, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলায় ‘নাগাল্যান্ড ডিয়ার’, ‘গঙ্গা লটারি’-র নামে এই জাল টিকিট ছড়িয়ে পড়ত। আসল ডিয়ার লটারির ফলাফলের সঙ্গে মিলিয়ে বাজারে জাল লটারি চালানো হত। প্রতিদিন কোটি টাকা মূল্যের জাল লটারি ছাপা হত।

সাংবাদিক বৈঠকে আধিকারিকরা।

১০
৪ ডিসেম্বর ২০২৫
বৃহস্পতিবার

আমার বাংলা

4 December, 2025 • Thursday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আজ বহরমপুরে মুখ্যমন্ত্রীর সভা

মণীশ কীর্তনিয়া • বহরমপুর

মালদার পর আজ বহরমপুরেও এসআইআর প্রতিবাদ সভায় ফের গর্জে উঠবেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তো বহরমপুর নয় গোটা মুর্শিদাবাদ জেলা মুখিয়ে আছে। জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকার জানালেন, বিজেপি-নির্বাচন কমিশনের চক্রান্ত বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানোর বিরুদ্ধে, কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে, বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ সভা। আমাদের জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা শুনতে বৃহস্পতিবার বহরমপুর

স্টেডিয়ামের মাঠ উপচে পড়বে। মালদার মতো এখানেও নেত্রী আশ্বস্ত করবেন মুর্শিদাবাদের মানুষকে। বিজেপিকে এক ইঞ্চি জায়গাও আমরা ছাড়ব না। মুর্শিদাবাদের মানুষ ২০২৬-এ বিজেপিকে ফের বুঝিয়ে দেবে এটা বিহার-উত্তরপ্রদেশ নয়। এটা বাংলা। নেত্রীর আগমনকে কেন্দ্র করে সেজে উঠেছে বহরমপুর। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে রাত জাগছেন জেলা নেতৃত্ব। জেলায় দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা উত্তেজনায় ফুটছেন। আজ সাড়ে ১১টায় জনসভা। ফলে সাতসকাল থেকেই মানুষ আসতে শুরু করবেন। বহরমপুর পৌঁছে ঘরোয়াভাবে একপ্রস্থ কথা বলে নিয়েছেন নেত্রী। কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শও দিয়েছেন।

৩২ হাজার শিক্ষকের চাকরি বহাল

(প্রথম পাতার পর)

ফিরে পেয়েছেন, এতেই আমি খুশি। একইসঙ্গে চাকরি বাতিলের ষড়যন্ত্র নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, কথায় কথায় আদালতে গিয়ে চাকরি খেয়ে নেওয়ার বিষয়টা ঠিক নয়। আমাদের লক্ষ্য চাকরি দেওয়া, মোটেও চাকরি কেড়ে নেওয়া নয়। হাইকোর্টের এই রায় নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুও।

এক্স হ্যান্ডেলে শিক্ষামন্ত্রীর বার্তা, আজ মহামান্য হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে অভিনন্দন জানাই। হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের রায় বাতিল হয়েছে। ৩২,০০০ প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রইল। শিক্ষকদেরও সতত শুভেচ্ছা। সত্যের জয় হল। এরপর প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পালকে নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ব্রাত্য বসু বলেন, বিচারপতিরা রায়ে যা বলেছেন, তা সহানুভূতিশীলতা ও মানবিকতার প্রমাণ দেয়। এই জয় প্রমাণ করে দিল, সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী সবসময় শিক্ষকদের পাশে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। শিক্ষকেরা যে আবার কর্মস্থলে ফিরতে পারছেন, তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সর্বাত্মকভাবে লড়াই করেছেন। তাই আপনারা রাজ্য সরকারের উপর, মুখ্যমন্ত্রীর উপর ভরসা রাখুন। একই সঙ্গে এসএসসি নিয়োগের প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এখন আমাদের কাজ এসএসসির যোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা যাতে মেধার সঙ্গে নিজেদের চাকরি ফিরে পায়, সেটা সুনিশ্চিত করা। পাঁচবছর ধরে আমরা যেভাবে আইনি লড়াই লড়েছি, বিভিন্ন মাধ্যমের আক্রমণ ঘাড়ের উপর নিয়ে যেভাবে কাজ করেছি, তাতে এসএসসির চাকরিহারাদের চাকরি ফিরিয়ে দিতে পারলে আমার মনে হয় একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ হবে। এদিন পর্ষদ সভাপতি জানিয়েছেন, এই জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছতে শিক্ষামন্ত্রী এবং সর্বপরি মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে সাহায্য করেছেন, তার জন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

গরুপাচারে ধৃত বিজেপি নেতা

সংবাদদাতা, বনগাঁ: গরুপাচারের একটি পুরনো মামলায় বনগাঁর বিজেপি নেতা পরিতোষ মহালদারকে বুধবার গ্রেফতার করল বনগাঁ থানা। এদিন বনগাঁ আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে জেল হেফাজতে পাঠান। গরু পাচারের অভিযোগে বিজেপি নেতা গ্রেফতার হওয়ার পর কটাক্ষ করে তৃণমূলের

বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, ২০১৭ সালে গরুপাচার চক্রের সঙ্গে এই বিজেপি নেতা পরিতোষ মহালদারের যোগ ছিল। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। এই ঘটনায় প্রমাণিত বিজেপির লোকেরাই গরুপাচারের সঙ্গে যুক্ত। বনগাঁ থানার পুরাতন বনগাঁর বাসিন্দা পরিতোষ মহালদার, বনগাঁ দক্ষিণ বিধানসভা এলাকায় বিজেপির নেতা হিসেবেই পরিচিত।

মহার্ঘ ভাতা

প্রতিবেদন: রাজ্যের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা পেতে চলেছেন ১০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা। ঘোষণা করল স্কুল শিক্ষা দফতর। সমস্ত সরকারি ও সরকারপোষিত স্কুল এবং সংস্কৃত টোলের জন্য এই নিয়ম জারি করল স্কুল শিক্ষা দফতর। মূলত অর্থ দফতরের অনুমোদনের অপেক্ষায় ছিল স্কুল শিক্ষা দফতর। এবার অর্থ দফতরের তরফে সবুজ সঙ্কেত মিলতেই বিজ্ঞপ্তি জারি করল স্কুল শিক্ষা দফতর। রোপা-২০০৯ অনুযায়ী বেতনভুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা ২০২৪-এর এপ্রিল থেকে বকেয়া-সহ ওই ভাতা পাবেন। মহার্ঘ ভাতা ১০ শতাংশ হারে বৃদ্ধির পর তা বেড়ে হয়েছে ১৬১ শতাংশ।

দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের নির্দেশে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপির যৌথ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এসআইআর সংক্রান্ত বিষয়ে জেলা নেতৃত্বদের নিয়ে আলোচনায় প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল।

মুক্ত বিরাট ভক্ত

প্রতিবেদন: অবশেষে ছাড়া পেলেন বিরাট ভক্ত শৌভিক মুর্মু। বুধবার তাঁকে তুলে দেওয়া হল পরিবারের হাতে। হুগলির আরামবাগের আদিবাসী তরুণ কলেজপড়ুয়া শৌভিক রাঁচির ঝাড়খণ্ড ক্রিকেট সংস্থার স্টেডিয়ামে গিয়ে নিরাপত্তা কর্মীদের টপকে পৌঁছে যান নিজের ভগবানের কাছে। বিরাট কোহলির পায়ে শুয়ে পড়ে প্রণাম করেন। এরপরেই তাকে নিরাপত্তা কর্মী ও পুলিশরা সরিয়ে নিয়ে যায়।

৪০ কেজির বিরল প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার

প্রতিবেদন: সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জে গৌড়েশ্বর নদীতে মৎস্যজীবীর জালে ধরা পড়ল বিরল প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার। হিঙ্গলগঞ্জের ১১ নম্বর স্যান্ডেলবিল এলাকায় স্থানীয় মৎস্যজীবী যামিনী মন্ডলের পাতা জালে এদিন সন্ধে নাগাদ এই কচ্ছপটি পড়ে। বিশাল আকারের বিরল প্রজাতির কচ্ছপের ওজন প্রায় প্রায় ৪০ কেজি বলে দাবি ওই মৎস্যজীবীর। তিনি বলেন তিনি ৩০ বছর ধরে তিনি গৌরেশ্বর

নদীতে জাল পেতে আসছেন। তার জীবনে এরকম বিরল প্রজাতীর মাছ তিনি এই প্রথম দেখছেন। বলেন, বুধবার সন্ধের আগে জাল তুলতে নদীতে যখন গিয়েছিলেন তিনি প্রথমে বুঝতে পারেন যে কিছু একটা পড়েছে। জাল তার একার দ্বারা তোলা সম্ভব নয় জেনে গ্রামের থেকে লোক ডেকে নিয়ে যান তারা গিয়ে উদ্ধার করে। জাল তোলা মাত্রই দেখা যায় যে, বিশাল আকারের কচ্ছপ পড়েছে জালে।

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানে আবেদন, শুরু একগুচ্ছ নির্মাণকাজ

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানে আবেদনের পরই শুরু হল একাধিক নির্মাণ কাজ। বুধবার রায়গঞ্জ পুরসভার তরফে একগুচ্ছ কাজের শিলান্যাস করা হয়। ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে এই কাজের শিলান্যাস করেন রায়গঞ্জ পুরসভার প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস, অরিন্দম সরকার, হিমাদ্রি সরকার, নয়ন দাস, তপন দাস, স্বাতী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ী, রাজ্যের প্রতিটি বুথের জন্য ১০ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে। রায়গঞ্জ পুরসভার ক্ষেত্রে সবকটি ওয়ার্ড মিলিয়ে মোট ওয়ার্ক অর্ডার-এর বরাদ্দ ৮ কোটি ২২ লক্ষ টাকা। ইতিমধ্যেই ৬ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা এসছে। ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে রাস্তা ও ড্রেন সংস্কারের জন্য বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা। শিলান্যাস অনুষ্ঠানে প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা

নির্মাণকাজের শিলান্যাসে আধিকারিকরা।

বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই যুগান্তকারী উদ্যোগে প্রতিটি বুথে উন্নয়ন কাজ শুরু হবে। প্রায় ৪২৮টি ওয়ার্ক অর্ডার হয়েছে। সেই কাজগুলোও শুরু হবে। এই ওয়ার্ডের মানুষ ১৫ আগস্ট নিজেরা আলোচনা করে এই রাস্তা সংস্কারের কথা জানিয়েছিলেন। সেইমতো কাজ শুরু হল।

সোনালিদের বীরভূমে ফেরাক কেন্দ্র

(প্রথম পাতার পর)

নির্দেশ দিয়েছে। একইসঙ্গে তাঁর স্বাস্থ্য নিয়েও সমস্তরকম পরিষেবা দিতে হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

এদিন মালদহের সভায় মুখ্যমন্ত্রীর মুখে শোনা যায় বীরভূমের বাসিন্দা সোনালি বিবি ও তাঁর আট বছরের সন্তানের কথা। তিনি বলেন, দিল্লি, মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িশা-সহ বিজেপি-রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষীদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি বলে পুশব্যাক করে দিচ্ছে। সোনালি বিবি ভারতীয়। তাঁকে পুশব্যাক করে দেওয়া হয়েছিল বাংলাদেশে। বাংলায় কথা বললেই যতই বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া হোক, তবুও বাংলায় কথা বলা থামাব না। গলা কেটে দিলেও বাংলাই বেরোবে।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এবং বিরোধীদের লাগাতার চাপের মুখে কেন্দ্রীয় সরকার সোনালি বিবিদের ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু করবে। কয়েক সপ্তাহের আইনি লড়াইয়ের পর সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে অবশেষে তাঁর দেশে ফেরার পথ খুলল। আপাতত বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জে রয়েছেন সোনালি খাতুন, সঙ্গে তাঁর সন্তান। এই পরিস্থিতিতে সোনালির অনুরোধ, আমি ৯ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। দয়া করে আমাদের দ্রুত দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করুন। আমার সন্তান যেন ভারতেই জন্ম নিতে পারে।

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি জানান, সোনালিকে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় তাঁর বাবার কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। বীরভূমের চিফ মেডিক্যাল অফিসারকে সোনালির চিকিৎসার যাবতীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁর চিকিৎসার যাবতীয় খরচ বহন করতে হবে সরকারকে। কোর্টের পর্যবেক্ষণ, সোনালির বাবা ভাদু শেখ বাংলাদেশি বলে কোনও প্রমাণ দিতে পারেননি। তিনি যদি ভারতীয় নাগরিক হন, তা হলে তাঁর বায়োলজিকাল সন্তান হিসেবে সোনালি ভারতীয় নাগরিক। বাংলাদেশে থাকা বাকি চারজনকে দেশে ফেরানো নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের সিদ্ধান্ত জানাবে আদালতে। ১২ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্টে হবে পরবর্তী শুনানি।

সরকার ফেলার চক্রান্তই ছিল মূল লক্ষ্য

(প্রথম পাতার পর) বুধবার মালদার গাজোলের ভিড়ে উপচে পড়া জনসভায় আরও একবার এসআইআর-এর বিরুদ্ধে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে তিনি বলেন, অমিত শাহ এসআইআর চালু করেছে। আগে হয়েছে নোটবন্দি এবার এসআইআরের নামে ভোটবন্দি করা হচ্ছে। চালাকি করে ভোটের তিন মাস আগে এসআইআর করা হচ্ছে। নির্বাচনের তিন মাস আগে উন্নয়ন বন্ধ করে সরকার ফেলে দেওয়ার চক্রান্ত করেছে। মানুষ এর জবাব দেবে। পাশাপাশি সাধারণ নাগরিকদের আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, আপনাদের সাহায্যের জন্য আমরা 'মে আই হেল্প ইউ' ক্যাম্প চালু করেছি। কারও নাম বাদ যাবে না। আমরা আমাদের দাবি আদায় করে নেব। এই ইস্যুতে বিজেপিকে একহাত নিয়ে তিনি আরও বলেন, এর পরেও যদি জরুরি অবস্থা জারির চেষ্টা করা হয়, তাহলে মানুষ ক্ষমা করবে না বলেও গর্জে ওঠেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রসঙ্গে তাঁর স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, আজ দিল্লিতে ক্ষমতায় আছ, কাল থাকবে না।

এদিনের সভা থেকে ফের কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, দেশে এখন একটাই কর। জিএসটি। বাংলা থেকে সব টাকা তুলে নিয়ে যায়। বাংলার প্রাপ্য ১ লক্ষ ৮৭ হাজার কোটি টাকা মেটাচ্ছে না। সবই দখল করছ, সারা ভারত দখল করেও লজ্জা হয় না। এভাবে জোর করে দখল করলে মানুষ ক্ষমা করবে না। এমনকী ১০০ দিনের কাজ-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় বকেয়ার কথাও এদিন ফের তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কর্মীর অভাব। ইন্ডিগোর অন্তত ১০০ বিমান বাতিল মঙ্গলবার রাত থেকে। প্রভাব দিল্লি, মুম্বই, বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে। গত দু'দিনে সব মিলিয়ে অন্তত ২০০ বিমান চলাচল ব্যাহত হয়েছে অথবা বাতিল হয়েছে বলে জানা গিয়েছে

দিল্লি দরবার

4 December 2025 • Thursday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

বেকারত্ব নিয়ে তথ্য গোপন কেন্দ্রের

অভিষেকের প্রশ্নে গভীর অস্বস্তিতে মোদি সরকার

ব্যর্থতা ঢাকতে মিথ্যাচার

নয়াদিল্লি: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নে গভীর অস্বস্তিতে মোদি সরকার। দেশে বেকারত্বের শতকরা পরিসংখ্যান জানতে চেয়ে সংসদে প্রশ্ন তোলেন তৃণমূলের লোকসভা দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া জবাবে যুব সমাজের বেকারত্বের পরিসংখ্যান খুব একটা সন্তোষজনক নয় এমনই তথ্য সামনে উঠে এসেছে। আর এই ব্যর্থতা চাপা দিতেই ব্যাপক মিথ্যাচারের পথে হাঁটছে মোদি সরকার। গত পাঁচ বছরের বার্ষিক পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভের তথ্য অনুযায়ী যুব সমাজের বেকারত্বের হার রীতিমতো উদ্বেগজনক। সারা দেশে বেকারত্বের হার নিয়ে লিখিত প্রশ্ন করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বিস্তারিত তথ্য লিখিত প্রশ্নের আকারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে থেকে জানতে চান। গ্রাম ও শহরভিত্তিক, নারী-পুরুষ, যুবসমাজ এবং রাজ্য ধরে তথ্য দাবি করেন। তাঁর লিখিত প্রশ্ন ছিল, গত কয়েক বছরে নারী ও যুবকদের মধ্যে বেকারত্ব কি উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে? পাঁচ বছরের অগ্রগতি কী? কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি বা পুনর্দক্ষতার জন্য সরকার কী করেছে? কতজন উপকৃত হয়েছেন? শ্রম ও কর্মসংস্থান বিষয়ক রাষ্ট্রমন্ত্রী শোভা করন্দলাজে এর উত্তর দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দেওয়া পরিসংখ্যানে স্পষ্টত তথ্য গোপন করা হয়েছে। মিথ্যাচারও স্পষ্ট। কারণ পরিসংখ্যান বলছে প্রতি ১০ জনে একজন বেকার। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নারী-পুরুষের বেকারত্বের হার নিয়েও লিখিতভাবে জানতে চান। কেন্দ্রের পরিসংখ্যানে তাতে দেখা যাচ্ছে, শহরাঞ্চলে মহিলাদের বেকারত্ব গ্রামের তুলনায় বেশি।

প্ল্যাকার্ড হাতে মিছিল, স্লোগানে মুখর সাংসদেরা

বাংলার প্রতি নির্লজ্জ বঞ্চনা, সংসদ চত্বর উত্তাল হল তৃণমূলের বিক্ষোভে

সুদেষ্ণা ঘোষাল ● নয়াদিল্লি

বাংলার বকেয়া ইস্যুতে সংসদে ফের সোচ্চার তৃণমূল কংগ্রেস। মনরেগা প্রকল্পের অধীনস্থ ১০০ দিনের কাজ বাবদ বাংলার প্রাপ্য ৪৩০০০ কোটি টাকা। আবাস যোজনা, সর্বশিক্ষা মিশন, জল জীবন মিশন ও মনরেগা মিলিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বাংলার প্রাপ্য ২ লক্ষ কোটি টাকা। নির্লজ্জ মিথ্যাচার ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে এই বকেয়া আটকে রেখেছে মোদি সরকার। বুধবার এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ফেটে পড়েছেন তৃণমূল সাংসদরা। এদিন সংসদের অধিবেশন শুরুর আগেই গান্ধী মূর্তির সামনে জড়ো হয়ে তারা মোদি সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান। এই বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়ান, লোকসভার চিফ হুইপ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, ডেপুটি লিডার শতাব্দী রায়, মিতালি বাগ, কীর্তি আজাদ, জুন মালিয়া, বাপি হালদার এবং অন্যান্যরা। স্লোগান তুলেন বাংলার হকের টাকা আটকানো কার স্বার্থে, নরেন্দ্র মোদি জবাব দাও। বাংলার টাকা দিতে হবে, নইলে গদি ছাড়তে হবে, স্লোগান তোলেন তৃণমূল সাংসদরা। এর পরে তারা সংসদ পরিসরে পদযাত্রাও করেন। আগামী দিনেও বাংলার বকেয়া ইস্যুতে সংসদের ভিতরে ও বাইরে লাগাতার সোচ্চার হবেন তৃণমূল সাংসদরা। এদিন কেন্দ্রীয় শ্রম আইনের বিরুদ্ধে সংসদের মকর দ্বারের সামনে বিরোধী শিবিরের সম্মিলিত বিক্ষোভেও শামিল হন তৃণমূল সাংসদরা। বৃহস্পতিবারও একই দাবিতে তৃণমূল সাংসদরা সোচ্চার হবেন বলে জানা গিয়েছে।

এসআইআর: মোদির মুখোশ খুলতে প্রস্তুত তৃণমূল

নয়াদিল্লি: তৃণমূল কংগ্রেস-সহ বিরোধী শিবিরের চাপের কাছে নতিস্বীকার করে মোদি সরকার জানিয়েছে আগামী মঙ্গলবার লোকসভায় এসআইআর নিয়ে আলোচনা করা হবে। ১০ ঘন্টা ধরে হবে এই আলোচনা। বুধবার রাজ্যসভায় হবে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা। এর আগে বন্দে মাতরম্ গানের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে হবে বিশেষ আলোচনা। সরকারের এই সিদ্ধান্তের পরেই দুটি ইস্যুতে মোদি সরকারের মুখোশ খুলে দেওয়ার পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের তরফে রাজ্যসভায় বন্দে মাতরম্ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখবেন সুখেন্দুশেখর রায়। সংসদের উচ্চকক্ষে এসআইআর প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই বক্তা হবেন দোলা সেন ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভায় বন্দে মাতরম্ এবং সার ইস্যুতে কোন কোন সাংসদ বক্তব্য রাখবেন, তা স্থির করবে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। প্রত্যেক তৃণমূল সাংসদই বাংলায় তাঁদের বক্তব্য পেশ করবেন। জানাবেন কীভাবে দিনের পর দিন ধরে কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাকে বঞ্চনা করে চলেছে।

কাকলি ঘোষ দস্তিদার (লোকসভা)

বাংলায় কতজন বিশেষভাবে সক্ষম মনরেগা শ্রমিক আছেন, তাঁদের মধ্যে কতজনের কর্মসংস্থান করা হয়েছে? কেন্দ্রীয় সরকার কী ভূমিকা গ্রহণ করেছে তাঁদের জীবিকার স্বার্থে?

শতাব্দী রায় (লোকসভা)

অত্যন্ত গোপন ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যাতে এআই প্ল্যাটফর্মে না যায় তার জন্য কী ব্যবস্থা নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার? যেহেতু বিষয়টির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে জাতীয় নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, সেই কারণেই এআই মিশন থেকে সেগুলিকে নিশ্চিতভাবে সুরক্ষিত রাখার জন্য সরকার তার দায়িত্ব পালন করছে কি?

সাগরিকা ঘোষ (রাজ্যসভা)

দেশের গার্হস্থ্য সঞ্চয়ের পরিমাণ ক্রমে কমেই চলেছে। ২০২৩-২৪ আর্থ বর্ষে তা সব থেকে নিচে নেমে হয়েছে ১৮.১ শতাংশ। আর্থিক দায় বেড়েছে দ্বিগুণ, ৭.৭ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ১৫.৭ লক্ষ কোটি টাকা। গৃহ-বহির্ভূত খুচরো ঋণ বেড়েছে ১৬৪ শতাংশ।

বাপী হালদার (লোকসভা)

কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকে ২৮ শতাংশ পদ খালি। কবে পূরণ করা হবে এই শূন্য পদ? মন্ত্রকে কতজন চুক্তিভুক্ত কর্মী কর্মরত আছেন? ২০১৪ সাল থেকে এ-যাবৎ কতজন চুক্তিভুক্ত কর্মী কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রকে কাজ করছেন?

ইউসুফ পাঠান (লোকসভা)

বাংলা বাদে গোটা দেশে আতঙ্ক তৈরি করেছে সাইবার অপরাধ। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে ২০১৪ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে সারা দেশে সাইবার অপরাধের সংখ্যা বেড়েছে ৮০০ শতাংশ। এই সময়ে বাংলায় সাইবার অপরাধ কমেছে ১৩ শতাংশ।

নাদিমুল হক (রাজ্যসভা)

জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনে আরও ৭৯ লক্ষ লোককে সুরক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন আছে। বিনামূল্যে খাদ্যসামগ্রী পাওয়ার যোগ্য কোটি কোটি লোককে কেন গণবণ্টন পদ্ধতি (পিডিএস) প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে?

সায়নী ঘোষ (লোকসভা)

বাংলার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে রেশন এবং সরকারি পরিষেবা মানুষের দরজায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করুক কেন্দ্রীয় সরকার।

তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়ে সংসদে বঞ্চনার খতিয়ান তুলে ধরল তৃণমূল

রাজভবনের নাম বদল কোন অধিকারে?

নয়াদিল্লি: বাংলার মানুষকে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে কোন যুক্তিতে রাজভবনের নাম বদলে লোকভবন রাখা হল? কোনও আলোচনা না করেই কোন অধিকারে এভাবে রাজভবনের নাম পরিবর্তন করা হল? রাজ্য সরকারকে না জানিয়েই এই নাম বদল কেন? বুধবার রাজ্যসভায় এই প্রশ্ন তুলে মোদি সরকারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানালেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং সাংসদ দোলা সেন। বাংলার মানুষকে কীভাবে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে চলেছে নির্লজ্জ বিজেপি, তা রীতিমতো তথ্য এবং পরিসংখ্যান দিয়ে এদিন তুলে ধরে তৃণমূল। মনে করিয়ে দিল বাংলার ন্যায্য পাওনা ২ লক্ষ কোটি টাকা আটকে রেখেছে রাজনৈতিক প্রতিহিংসাপরায়ণ কেন্দ্রীয় সরকার। মোদি সরকারের নিশানা করে তীব্র শ্লেষাত্মক ভাষায় ডেরেক বুঝিয়ে দেন, বাংলাকে দিতে ওদের ভাল লাগে না। তাই এই বঞ্চনা। তিনি জানিয়ে দেন, এবার থেকে বাংলার বঞ্চনার কথা তাঁরা বাংলাতেই তুলে ধরবেন সংসদে। বঞ্চনার বিরুদ্ধে রাজ্যসভায় সুর চড়ান তৃণমূলের ২ সাংসদ সাকেত গোখেল এবং সুস্মিতা দেবও। লোকসভাতেও বাংলার বঞ্চনা নিয়ে সরব হন তৃণমূল সাংসদ জুন মালিয়া। ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, বাংলার ৫৯ লক্ষ শ্রমিককে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করছে মোদি সরকার। হাইকোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও আটকে রেখেছে ৪৩,০০০ কোটি টাকা। সরব হন অপর দুই সাংসদ মিতালী বাগ এবং রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। সবমিলিয়ে বাংলার বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংসদের উভয়কক্ষে বুধবার প্রতিবাদের ঝড় তুলল তৃণমূল। লোকসভায় বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ভূমিকায় দেখা যায় প্রবীণ তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়কেও। রাজভবনের নাম বদল নিয়ে রাজ্যসভায় তৃণমূল সাংসদের সঙ্গে এদিন তীব্র বাদানুবাদ হয় বিজেপি সাংসদের।

মোদি সরকারের প্রতি রীতিমতো আক্রমণাত্মক ভাষায় তৃণমূল সাংসদ দোলা সেন রাজ্যসভায় মন্তব্য করেন, রাজভবনের নাম লোকভবন করে কোন গল্প শোনাচ্ছে মোদি সরকার? কিন্তু বাস্তবই প্রমাণ করছে, কীভাবে সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বাংলার মানুষ। তথ্য এবং পরিসংখ্যান দিয়ে বাংলার প্রতি বঞ্চনার প্রকৃত ছবি তুলে ধরেন দোলা সেন। মনরেগা খাতে ৪৩,০০০ কোটি টাকা, বুলবুল-আম্ফান-যশের মতো ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষয়ক্ষতিবাবদ ৪২,৬০০ কোটি, গ্রামীণ আবাস যোজনা খাতে ২৪,২০০ কোটি টাকা, গ্রাম সড়ক যোজনায় ২৭,০০০ কোটি, সমগ্র শিক্ষা যোজনায় ১৯,০০০ কোটি এবং জলজীবন মিশন খাতে ২৫০০ কোটি টাকা বাংলাকে দেয়নি কেন্দ্র। সবমিলিয়ে প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা আটকে রেখেছে মোদি সরকার। দোলার বক্তব্যকে জোরালো ভাষায় সমর্থন জানিয়ে মোদি সরকারকে এক হাত নেন ডেরেক।

ইউরোপের দেশগুলি যদি যুদ্ধ শুরু চায়, তবে রাশিয়াও প্রস্তুত। হুঁশিয়ারি দিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ইউক্রেন-সমস্যা নিয়ে মস্কোয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দূতেদের সঙ্গে বৈঠকে সমাধান অধরা থাকলেও পুতিন ইউরোপীয় ইউনিয়নকে এবার এই ভাষায় সতর্ক করেছেন

তালিবানি শাসনের কদর্য চেহারা!

ভরা স্টেডিয়ামকে সাক্ষী রেখে মৃত্যুদণ্ড

সভ্যতার পরিপন্থী, নিন্দায় রাষ্ট্রসংঘ

কাবুল: মুড়ি-মুড়কির মতো মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা তো আছেই, সেইসঙ্গে শাস্তির অভিঘাত তীব্র করতে রাজপথে প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ঘটনা আকছার ঘটছে বর্তমান তালিবান জমানায়। প্রকাশ্যে শাস্তির এমন প্রবণতা দেখে বাকি বিশ্ব শিউরে উঠলেও আফগানিস্তানের তালিবান শাসকদের সাফাই, প্রকাশ্যে শাস্তি দিলে ভয় জাঁকিয়ে বসবে, অপরাধ হবে কম। এমন ঘটনা সভ্যতা ও আন্তর্জাতিক নিয়মের বিরোধী কিনা তা নিয়ে মাথাব্যথাই নেই তালিবান শাসকদের।

সর্বশেষ আফগানিস্তানে ফের এমন ঘটনা ঘিরে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। ভরা স্টেডিয়ামে প্রায় ৮০ হাজার মানুষের উপস্থিতিতে অত্যাচার ও গুলি করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হল এক আসামির। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে আফগানিস্তানের খোস্ত প্রদেশে। এক পরিবারের মহিলা, শিশু-সহ

১৩ জনকে খুনের অভিযোগ উঠেছিল ওই আসামির বিরুদ্ধে। আফগানিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট জানায়, নিম্ন আদালত এবং আপিল আদালত— দুই জায়গা থেকেই তাঁর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। সুপ্রিম কোর্ট সেই আদেশ বহাল রাখে। তারপর তালিবানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদার অনুমোদন নিয়ে এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। জানা গিয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের এক নাবালক আত্মীয়কে দিয়েই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। প্রায় ৮০ হাজার আফগান জনতার সামনে চলে নিধনপর্ব।

আফগানিস্তানে এর আগে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তালিবান শাসনের আমলে প্রকাশ্যেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত। ফের ২০২১ সালে তালিবান আফগানিস্তানের ক্ষমতায় আসে। দ্বিতীয় দফাতেও প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ডের ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ১১বার প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে গত এপ্রিলে একই দিনে আফগানিস্তানের তিন প্রদেশে আলাদা স্টেডিয়ামে চারজনকে প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। সাম্প্রতিক সময়ে এইসব ঘটনার জেরে ফের একবার আন্তর্জাতিক স্তরে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। উদ্বিগ্ন রাষ্ট্রসংঘও।

আফগানিস্তানে প্রকাশ্যে হত্যা ঘিরে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রসংঘে নিযুক্ত বিশেষ দূত রিচার্ড বেনেট। মঙ্গলবারের ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ডের প্রথা বন্ধ করার দাবিতে ফের সওয়াল করেন তিনি। সমাজমাধ্যমে এক পোস্টে বেনেট লেখেন, প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া অমানবিক। শাস্তি দেওয়ার এই নিষ্ঠুর এবং অস্বাভাবিক প্রথা আন্তর্জাতিক আইন তথা সভ্যতার পরিপন্থী।

গভীর সঙ্কটে খালেদা জিয়া

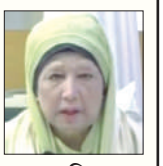

ঢাকা: এখনও উন্নতির কোনও খবর নেই। বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা এসে দেখেন বিএনপির চেয়ারপার্সন ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে। তাঁর একাধিক অঙ্গে গুরুতর সমস্যা ধরা পড়েছে। সেদেশের প্রধান বিরোধী নেত্রীর স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিতে বুধবার রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে যান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর,

হাসপাতালে ইউনুস

হাসপাতালে বিএনপি নেত্রীর চিকিৎসার খোঁজখবর নেন প্রধান উপদেষ্টা। গত ১১ দিন ধরে এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা গভীর উদ্বেগজনক। তাঁকে হাসপাতালের আইসিইউতে রাখা হয়েছে। দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ড তাঁর চিকিৎসা করছে। খালেদার চিকিৎসায় সহায়তা করতে ব্রিটেনের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রিচার্ড বিয়েল ঢাকায় এসেছেন। এর আগে মঙ্গলবার খালেদাকে দেখতে এভারকেয়ার হাসপাতালে যান সেনাবাহিনীর প্রধান, নৌবাহিনীর প্রধান ও বিমানবাহিনীর প্রধান। দেশজুড়ে প্রার্থনা করছেন অগণিত কর্মী-সমর্থকরা।

বিজেপির ভোটমুখী রাজনীতি ফাঁস মালার প্রশ্নে

নয়াদিল্লি: কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যে দলীয় স্বার্থরক্ষায় ভোটমুখী রাজনীতি করে তা সংসদে রেলমন্ত্রীর দেওয়া উত্তরেই ফাঁস হয়ে গেল। রেলের উৎসবকালীন ট্রেন চলাচল নিয়ে লোকসভায় প্রশ্ন তুলেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মালা রায়। বিশেষত, বাংলার দুর্গাপূজা এবং বিহারের ছট পূজার জন্য বিশেষ ট্রেনের সংখ্যা ও গত পাঁচ বছরের রুট-ভিত্তিক তথ্য জানতে চান তিনি। এই সূত্রেই উঠে আসে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য।দেখা যাচ্ছে, সদ্যসমাপ্ত বিহার বিধানসভার নির্বাচনের আগে উৎসবের নামে গত বছরের তুলনায় অভূতপূর্ব সংখ্যায় বিশেষ ট্রেনের সংখ্যা ৪,৩১০ বাড়ানো হয়েছিল। তৃণমূল সাংসদের প্রশ্নের উত্তরে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব যুক্তি দেন, ভারতীয় রেলওয়ে যেহেতু একাধিক রাজ্যের সীমানা জুড়ে কাজ করে, তাই বিশেষ ট্রেন পরিষেবাগুলি কোনও একটি নির্দিষ্ট রাজ্য বা উৎসবের

বিহারে নির্বাচনের আগে ৪,৩১০টি বিশেষ ট্রেন বৃদ্ধি

জন্য আলাদাভাবে ঘোষণা করা হয় না, বরং সমগ্র নেটওয়ার্কের প্রয়োজন এবং যাত্রীদের ভিড়ের চাহিদা অনুযায়ী চালু করা হয়। তিনি জানান দুর্গাপূজা, দেওয়ালি এবং ছট পূজার মতো প্রধান উৎসবগুলির সময় নিয়মিত ট্রেনের অতিরিক্ত হিসাবে রেল ব্যাপক সংখ্যক বিশেষ ট্রিপ চালায়। রেল মন্ত্রকের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, শুধু ২০২৫ সালের ১ অক্টোবর থেকে ৩০ নভেম্বর সময়ের মধ্যে ভারত জুড়ে মোট ১২,৩০০-এরও বেশি বিশেষ ট্রিপ পরিচালনা করা হয়েছে। রেলের দেওয়া তথ্যে দেখা যায়, ২০২২ সালে যেখানে এই বিশেষ ট্রিপের সংখ্যা ছিল ২,৬১৪, তা ২০২৩ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৪,৪৪০টিতে। পরের বছর, অর্থাৎ ২০২৪ সালে সংখ্যাটি ছিল ৭,৯৯০ এবং সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে তা ১২,৩০০-এর মাইলফলক অতিক্রম করেছে।

মাও-পুলিশ গুলির লড়াই, হতাহত বহু

বস্তার : ছত্তিশগড়ের বস্তার ডিভিশনে মাওবাদীদের সঙ্গে যৌথবাহিনীর গুলির লড়াইয়ে খতম অন্তত ১২ জন মাওবাদী। মৃত্যু হয়েছে ৩ পুলিশকর্মীরও। মাওবাদীদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে এসএলআর, ইনসাস, ৩০৩ রাইফেল এবং বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরকও। রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্কফোর্স এবং কোবরা বাহিনী বুধবার রাত অবধি তল্লাশি চালাচ্ছে।

স্মার্টফোনে আর বাধ্যতামূলক নয় 'সঞ্চার সাথী' প্রি-ইনস্টলেশন

নয়াদিল্লি: সঞ্চার সাথী অ্যাপ নিয়ে কেন্দ্রের টেলিকম মন্ত্রকের নির্দেশিকা জারির পর ব্যক্তিগত গোপনীয়তা এবং কেন্দ্রের সম্ভাব্য নজরদারি নিয়ে দেশ জুড়ে বিতর্ক শুরু হয়। এই ইস্যুতে সরব হয়েছিলেন তৃণমূল-সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলির নেতারা। অভিযোগ ওঠে নাগরিক জীবনে গোপনীয়তার অধিকার লঙ্ঘন করে ঘুরপথে পেগাসাসের মত নজরদারির ব্যবস্থা চালু করতে চাইছে মোদি সরকার। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে এই নিয়ে বিতর্ক শুরু হতেই চাপে পড়ে যায় মোদি সরকার। খোদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সমালোচনার মুখে মঙ্গলবার পরস্পরবিরোধী বক্তব্য রেখেছিলেন। এই নির্দেশ গ্রহণযোগ্য নয় বলে জানিয়েছিল গুগল, অ্যাপলের মতো সংস্থাও। শেষপর্যন্ত দেশ জুড়ে বিরোধিতার মুখে বিজ্ঞপ্তি

বিরোধীদের চাপে নির্দেশ প্রত্যাহার কেন্দ্রের

জারি করার মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই স্মার্টফোনগুলিতে বাধ্যতামূলকভাবে রাষ্ট্রীয় সাইবার নিরাপত্তা অ্যাপ্লিকেশন 'সঞ্চার সাথী' প্রি-ইনস্টল করার নির্দেশ প্রত্যাহার করে নিল টেলিকম বিভাগ ।

বুধবার কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রক এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, সঞ্চার সাথী অ্যাপের ক্রমবর্ধমান গ্রহণকে বিবেচনা করে সরকার মোবাইল প্রস্তুতকারকদের জন্য প্রি-ইনস্টলেশন আর বাধ্যতামূলক না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত ২৮ নভেম্বর টেলিকম বিভাগ কর্তৃক জারি করা প্রাথমিক নির্দেশিকায়

স্মার্টফোন প্রস্তুতকারক ও আমদানিকারকদের নতুন ফোনে এবং সফটওয়্যার আপডেটের মাধ্যমে পুরোনো ফোনেও অ্যাপটি প্রি-ইনস্টল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে অ্যাপটির কার্যকারিতা কোনওভাবেই নিষ্ক্রিয় বা সীমাবদ্ধ করা যাবে না। অ্যাপটি ব্যবহারকারীদের জাল কল, মেসেজ এবং চুরি যাওয়া মোবাইল ফোনের রিপোর্ট করতে সাহায্য করবে। এই বিতর্কের মধ্যে মঙ্গলবার সংসদে কেন্দ্রীয় টেলিকম মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া সংসদে বলতে বাধ্য হন যে প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে প্রয়োজনে সরকার নির্দেশটি পরিবর্তন করতে প্রস্তুত। চাপের মুখে তিনি নজরদারির উদ্বেগ অস্বীকার করে বলেছিলেন, নজরদারি সম্ভব নয়, করাও হবে না। জানা যায়, অ্যাপল এবং গুগলের মতো প্রযুক্তি সংস্থাগুলি, যারা বিশ্বের দুটি বৃহত্তম অপারেটিং সিস্টেম (আই ওএস এবং এন্ড্রয়েড) পরিচালনা করে, তারাও এই সরকারি নির্দেশের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার পরিকল্পনা করছিল। শিল্প সূত্রে জানা গিয়েছে, বিশ্ব জুড়ে কোথাও ডিভাইসে রাষ্ট্রীয় অ্যাপ প্রি-লোড করার কোনও নজির না থাকায় এবং ভারতে এর জন্য বিশেষ কাস্টমাইজেশনের প্রয়োজন হওয়ায় সংস্থাগুলি পরিচালনগত চ্যালেঞ্জ এবং সিস্টেম নিরাপত্তার গুরুতর উদ্বেগ তুলে ধরেছিল। নাগরিক সমাজের কর্মীরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন যে বাধ্যতামূলকভাবে প্রি-ইনস্টলেশন চাপিয়ে দেওয়া পছন্দ এবং সম্মতির নীতির পরিপন্থী এবং ভবিষ্যতে অ্যাপটির মূল উদ্দেশ্যের বাইরে কার্যকারিতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শীতের মরশুমে ঘুরে আসুন পেঁড়ো। হাওড়া জেলার বর্ধিষ্ণু এই গ্রামে রয়েছে কবি ভারতচন্দ্র রায় গুনাকরের বসতভিটা। সময় কাটানো যায় দামোদরের চরে

4 December, 2025 • Thursday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

ধর্মশালা ডালহৌসির হাতছানি

হিমালয় পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত ধর্মশালা এবং ডালহৌসি। হিমাচল প্রদেশের দুটি পাহাড়ি শহর। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। রয়েছে পর্যটকেদের পছন্দের তালিকায়। একটি জায়গায় গেলে আরেকটি জায়গায় ঘুরে আসা যায়। শীতের মরশুমে বেড়িয়ে আসতে পারেন। লিখলেন

অংশুমান চক্রবর্তী

চামেরা হ্রদ

হিমাচল প্রদেশে রয়েছে বেশকিছু সুন্দর বেড়ানোর জায়গা। তার মধ্যে অন্যতম কাঙ্গরা জেলার ধর্মশালা। আক্ষরিক অর্থেই একটি আধ্যাত্মিক জায়গা। দর্শনার্থীদের আকৃষ্ট করে। ১৮১৫ থেকে ১৮৪৭ সালের মধ্যে ব্রিটিশদের প্রতিষ্ঠিত ৮০টি পাহাড়ি স্টেশনের মধ্যে একটি। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে শহরটির উচ্চতা প্রায় ১,২৫০ মিটার, ম্যাকলিওডগঞ্জে ১,৭৬৮ মিটার। হিমালয় পর্বতমালার পাদদেশে পাহাড়ের ধারে রয়েছে বেশকিছু মঠ।

উচ্চ ধর্মশালা বা ম্যাকলিওডগঞ্জ হল দালাই লামার সদর দফতর, যিনি ১৯৫৯ সালের অক্টোবরে তিব্বতে চিনা আক্রমণের পর এখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন। ম্যাকলিওডগঞ্জের নামকরণ করা হয়েছে পাঞ্জাবের ব্রিটিশ লেফটেন্যান্ট-গভর্নর স্যার ডোনাল্ড ম্যাকলিওডের নামে। এই অঞ্চলটিকে একটি সম্ভাব্য গ্রীষ্মকালীন রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল, কিন্তু ১৯০৫ সালের ভয়াবহ ভূমিকম্পে শহরের বেশিরভাগ অংশ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর সেটা আর সম্ভব হয়নি।

এখানে রয়েছে বেশকিছু দর্শনীয় স্থান। তার মধ্যে অন্যতম তুগলাগখাং কমপ্লেক্স। তিব্বতের বাইরে বৃহত্তম তিব্বতি মন্দির। তীর্থযাত্রী, সন্ন্যাসী এবং পর্যটকদের প্রধান জায়গা। দালাই লামার বাসস্থান। নামগিয়াল মঠ এবং উজ্জ্বল তিব্বত জাদুঘরও রয়েছে। এখানে সর্বত্র দেখা যায় তিব্বতি সংস্কৃতি। কারণ, হাজার হাজার তিব্বতি-শরণার্থী এবং তীর্থযাত্রী ম্যাকলিওডগঞ্জকে তাদের আবাসস্থল করে তুলেছে। সন্ন্যাসীরা গাঢ় লাল পোশাক পরে থাকেন। রাস্তার দুই ধারের দোকানগুলোয় তিব্বতি শিল্পকর্মের সমারোহ দেখা যায়। মঠগুলো সাজানো থাকে উড়ন্ত প্রার্থনা পতাকা দিয়ে। ম্যাকলিওডগঞ্জ থেকে দৃশ্যমান সর্বোচ্চ পর্বত হল হনুমান টিব্বা। উচ্চতা ৫,৬৩৯ মিটার। ট্রেকিংয়ের জন্য উপযুক্ত স্থান। এই অঞ্চলের কালচক্র মন্দির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ মন্দির।

নরবুলিংকা ইনস্টিটিউট অফ তিব্বতিয়ান কালচার সুন্দর এবং মনোমুগ্ধকর স্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম। দর্শনার্থীরা সযত্নে সংরক্ষিত তিব্বতি সংস্কৃতি এবং কাঠের খোদাই, থাংকা চিত্রকর্ম, ধাতু এবং সূচিকর্ম-সহ হস্তশিল্প সম্পর্কে জানতে পারেন।

ধর্মশালায় রয়েছে ক্রিকেট স্টেডিয়াম। ধৌলাধার পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত। আয়োজিত হয় আন্তর্জাতিক ম্যাচ।

ধর্মশালার ভাগসু জলপ্রপাত একটি মনোরম জলপ্রপাত যা পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। ত্রিউন্ড ট্রেক ধৌলাধার পর্বতমালার কোলে অবস্থিত একটি জনপ্রিয় হাইকিং ট্রেইল। ধর্মশালা উপত্যকায় অবস্থিতি কাংড়া উপত্যকা। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার মতো।

ধর্মশালায় আছে হিমাচল প্রদেশ বিধানসভা। তিব্বতি সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু। তিব্বতি নির্বাসিত সরকারের আবাসস্থল হিসেবে পরিচিত।

কাছেই রয়েছে ডালহৌসি। হিমাচল প্রদেশের চাম্বা জেলায় অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ১,৯৭০ মিটার। পাঁচটি পাহাড়ের উপর বিস্তৃত একটি পাহাড়ি স্টেশন। এখানে আছে বেশকিছু দর্শনীয় স্থান।

বহু মানুষ ঘুরে দেখেন কালাটপ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য। ৩০.৬৯ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। ঘন দেবদারু গাছ দ্বারা আচ্ছাদিত। বহু পশুপাখির আবাসস্থল। অভয়ারণ্যের ভেতরে অসংখ্য ট্রেকিং ট্রেল রয়েছে, যা ঘন বনের মধ্য দিয়ে গেছে। এছাড়া, জঙ্গল সাফারিও করা যেতে পারে।

সাতধারা জলপ্রপাত এখানকার আরেকটি দর্শনীয় স্থান। এটা প্রায় ২,০৩০ মিটার উচ্চতায় সাতটি ঝর্নার সংমিশ্রণে তৈরি। তাই এইরকম নামকরণ। জলপ্রপাতগুলো নিরাময় ক্ষমতার জন্য বিখ্যাত।

চামেরা হ্রদ পর্যটকদের পছন্দের জায়গা। এটা একটা কৃত্রিম হ্রদ যা চামেরা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সময় নির্মিত। হ্রদে নৌকা বাইচের সুবিধা রয়েছে। জলক্রীড়ার জন্যও একটি জনপ্রিয় স্থান। এই জলাশয়ে নানা প্রজাতির মাছ রয়েছে।

যাঁরা অ্যাডভেঞ্চার ভালবাসেন, তাঁদের জন্য খাজ্জিয়ারে প্যারাগ্লাইডিং উপভোগ্য জায়গা। সবুজ তৃণভূমি, ঘন বন এবং ধৌলাধর রেঞ্জের মনোরম দৃশ্য প্যারাগ্লাইডিংয়ের জন্য জায়গাটাকে আদর্শ করে তুলেছে।

দারুণ জায়গা সাচ পাস। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪৪২০ মিটার উঁচুতে পির পাঞ্জাল পর্বতমালায় অবস্থিত যা ডালহৌসিকে চাম্বা এবং পাঙ্গি উপত্যকার সঙ্গে সংযুক্ত করেছে।

এখানে নদী পারাপার এবং নদী রাফটিংয়ের প্রচুর সুযোগ রয়েছে। তার জন্য রয়েছে রাভি এবং সাল নদী। ভয়ের কিছু নেই। প্রশিক্ষিত কর্মীদের সজাগ দৃষ্টিতে সবকিছু পরিচালিত হয়। পুরো প্রক্রিয়া জুড়েই দেওয়া হয় উপযুক্ত নিরাপত্তা।

ডালহৌসির রক গার্ডেন একটি সুন্দর বাগান। একই সঙ্গে একটি সুন্দর পিকনিক স্পট। সবুজে ঘেরা বাগান থেকে পাহাড়ের অপূর্ব দৃশ্য উপভোগ করা যায়।

দশম শতাব্দীতে, রাভি নদীর তীরে নির্মিত হয়েছিল চাম্বা। এটা প্রাচীন চাম্বা রাজ্যের রাজধানী ছিল। শহরটি লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দির কমপ্লেক্স এবং ঐতিহ্যবাহী পাহাড়ি চিত্রকর্মের জন্য বিখ্যাত।

ডালহৌসির কাছে অবস্থিত চামুণ্ডা দেবীর মন্দির একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থান। বহু মানুষের সমাগম হয়। সবমিলিয়ে ধর্মশালা ও ডালহৌসি ভ্রমণ মনকে নিয়ে যাবে অন্য জগতে, যেখানে রয়েছে অফুরান আনন্দ। হাতছানি দেয় দুটি পাহাড়ি শহর? শীতের মরশুমে ঘুরে আসুন।

ধর্মশালার ভাগসু জলপ্রপাত

তুগলাগখাং কমপ্লেক্স

কীভাবে যাবেন?

ধর্মশালা যাওয়ার জন্য বিমান, ট্রেন এবং বাস— এই তিনটি প্রধান বিকল্প আছে। সবচেয়ে কাছের বিমানবন্দর হল কাংড়া বিমানবন্দর। বিমান, ট্রেন, সড়কপথে ডালহৌসি যাওয়া যায়। নিকটতম বিমানবন্দর হল ধর্মশালা বা গাগল এবং নিকটতম রেল স্টেশন পাঠানকোট, যা ডালহৌসি থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

কোথায় থাকবেন?

ধর্মশালা এবং ডালহৌসিতে আছে বেশকিছু হোটেল, গেস্ট হাউস। খরচ মোটামুটি নাগালের মধ্যে। থাকা-খাওয়ার কোনও অসুবিধা হবে না।

সবুজে ঘেরা ডালহৌসি

১৪
৪ ডিসেম্বর ২০২৫
বৃহস্পতিবার

মাঠে ময়দানে

4 December, 2025 • Thursday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর ভারতীয় দলের প্রাক্তন পেসার মোহিত শর্মার

দলে গিল ও হার্দিক, বাদ পড়লেন রিঙ্কু

মুম্বই, ৩ ডিসেম্বর : জল্পনার অবসান। শুভমন গিলকে রেখেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আসন্ন টি-২০ সিরিজের দল ঘোষণা করল বিসিসিআই। বুধবার ঘোষিত ১৫ জনের দলে রয়েছেন অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়াও। প্রত্যাশিতভাবেই নেতৃত্ব দেবেন সূর্যকুমার যাদব। দলে রয়েছেন জসপ্রীত বুমরাও। তবে বাদ পড়লেন রিঙ্কু সিং ও নীতীশ রেড্ডি। শুভমনকে দলের সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে।

হার্দিক ইতিমধ্যেই সৈয়দ মুস্তাক আলি টুর্নামেন্টের একটি ম্যাচ খেলে ফেলেছেন। তাঁর দলে ফেরা নিশ্চিত ছিল। কিন্তু শুভমনকে নিয়ে কিছুটা হলেও সংশয় ছিল। ইডেন টেস্টে ঘাড়ে চোট পাওয়ার পর থেকেই মাঠের বাইরে ছিলেন। তবে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রিহ্যাব করে শুভমন এখন পুরোপুরি সুস্থ। তবে তাঁর মাঠে নামা নির্ভর করছে সাবজেক্ট টু ফিটনেসের উপর। অর্থাৎ বোর্ডের মেডিক্যাল টিমের ছাড়পত্র পাওয়ার পরেই তিনি মাঠে নামতে পারবেন। শুভমন যদি সিরিজের প্রথম ম্যাচে খেলতে না পারেন, তাহলে অভিষেক শর্মার সঙ্গে ওপেন করবেন সঞ্জু স্যামসন।

টি-২০ সিরিজ

২২ গজে ফিরছেন শুভমন।

এশিয়া কাপ ফাইনালে রিঙ্কুর ব্যাটে এসেছিল জয়সূচক রান। সেই রিঙ্কুকে বাদ দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বরং বেশি অলরাউন্ডারদের দিকে ঝুঁকেছেন নির্বাচকেরা। প্রসঙ্গত, ৯ ডিসেম্বর কটকে টি-২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচ। দ্বিতীয় ম্যাচ ১১ ডিসেম্বর, নিউ চণ্ডীগড়ে। সিরিজের পরের তিন ম্যাচ যথাক্রমে ধরমশালা (১৪ ডিসেম্বর), লখনউ (১৭ ডিসেম্বর) এবং আমেদাবাদে (১৯ ডিসেম্বর)। **টি-২০ দল : সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), শুভমন গিল (সহ-অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মা, হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, সঞ্জু স্যামসন, জিতেশ শর্মা, জসপ্রীত বুমরা, বরুণ চক্রবর্তী, অর্শদীপ সিং, কুলদীপ যাদব, হর্ষিত রানা এবং ওয়াশিংটন সুন্দর।**

ব্যাটিং বিপর্যয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের

ক্রাইস্টচার্চ, ৩ ডিসেম্বর : ক্রাইস্টচার্চ টেস্টের দ্বিতীয় দিনেই পড়ল ১১ উইকেট! নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৩২১ রানে শেষ হয়। এরপর ব্যাট করতে নেমে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ গুটিয়ে গেল মাত্র ১৬৭ রানেই। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে, দিনের শেষে বিনা উইকেটে ৩২ রান তুলেছে কিউয়িরা। ফলে আপাতত নিউজিল্যান্ডের লিড ৯৬ রানের। টম লাথাম ১৪ ও ডেভন কনওয়ে ১৫ রানে ব্যাট করছেন। বুধবার ক্যারিবিয়ানদের ইনিংস দ্রুত গুটিয়ে দিতে বড় ভূমিকা নেন কিউয়ি পেসার জেকব ডাফি। তিনি পাঁচ উইকেট দখল করেন। ৩ উইকেট নেন আরেক পেসার ম্যাট হেনরি। ক্যারিবিয়ান ব্যাটারদের মধ্যে কিছুটা লড়াই করেন শাই হোপ এবং তেজনায়ারণ চন্দ্রপল। হোপের ব্যাট থেকে আসে ১০৭ বলে ৫৬ রান। অন্যদিকে, ওপেনার চন্দ্রপল ১৬৯ বলে ৫২ রানের দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন। কিন্তু বাকি ব্যাটাররা ব্যর্থ হওয়াতে, তাঁদের লড়াই কাজে এল না।

বিরাটের জন্য মাঠ বদলের সম্ভাবনা

বিজয় হাজারে ট্রফি

বেঙ্গালুরু, ৩ ডিসেম্বর : ১৫ বছর পর দিল্লির হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিরাট কোহলি। বোর্ডের প্রতিযোগিতায় ঠিক ক'টা ম্যাচ খেলবেন তা স্পষ্ট না করা হলেও দিল্লি ক্রিকেট সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনটি ম্যাচ খেলবেন বিরাট। ২৪ ডিসেম্বর অন্ধ্র ম্যাচ, ২৬ ডিসেম্বর গুজরাত এবং ৬ জানুয়ারি রেলওয়েজের বিরুদ্ধে খেলবেন বিরাট। কিন্তু স্বপ্নের ফর্মে থাকা ভারতীয় ক্রিকেটের মহাতারকার জন্য ম্যাচ ভেনু বদলে যেতে পারে।

বিজয় হাজারেতে দিল্লি খেলবে বেঙ্গালুরুতে। তাই নিজের আইপিএল হোমেই ঘরোয়া ক্রিকেটের ম্যাচ খেলবেন কিং কোহলি। কিন্তু গ্রুপ পর্বে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে দিল্লির সব ম্যাচ রাখা হয়নি। পাঁচটি ম্যাচ বেঙ্গালুরু শহরের উপকণ্ঠে আলুরে খেলার কথা দিল্লির। দু'টি ম্যাচ চিন্নাস্বামীতে। কিন্তু ২৪ ও ২৬ ডিসেম্বরের ম্যাচ আলুরে থাকলেও বিরাট খেললে তা সরিয়ে সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে আনা হতে পারে। কারণ, আলুরে খোলা মাঠে ম্যাচ আয়োজনের ঝুঁকি নেবে না ডিডিসিএ এবং বোর্ড। শোনা যাচ্ছে, ম্যাচ চিন্নাস্বামীতে হওয়ার সম্ভাবনা। আইপিএলে আরসিবি-র উৎসবে দুর্ঘটনা মাথায় রেখে 'বিরাট' ম্যাচে নিরাপত্তা নিয়ে কোনও আপস করতে চায় না বোর্ড।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজ শেষে সপ্তাহ দুয়েক বিশ্রাম নিয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলবেন বিরাট। এরপর ১১ জানুয়ারি থেকে খেলবেন নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ।

প্রিমিয়ার লিগে দ্রুততম ১০০ গোল হালান্ডের

লন্ডন, ৩ ডিসেম্বর : নজির গড়লেন আর্লিং হালান্ড। প্রিমিয়ার লিগে দ্রুততম ১০০ গোলের রেকর্ড এখন ম্যাঞ্চেস্টার সিটি তারকার দখলে। ১১১ ম্যাচে এই নজির গড়ে হালান্ড ভেঙে দিয়েছেন অ্যালান শিয়েরারের তিরিশ বছরের পুরনো রেকর্ড। শিয়েরার ১২৪তম ম্যাচে গোলের সেঞ্চুরি করেছিলেন।

গোলের পর উচ্ছ্বসিত হালান্ড।

হালান্ডের নজিরের ম্যাচে রুদ্ধশ্বাস জয় ছিনিয়ে নিয়েছে তাঁর দল ম্যাঞ্চেস্টার সিটিও। অ্যাওয়ে ম্যাচে ফুলহ্যামকে ৫-৪ গোলে হারিয়েছে পেপ গুয়ার্দিওলার ম্যান সিটি। এই জয়ের সুবাদে ১৪ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার দু'নম্বর জায়গা দখলে রেখে দিল ম্যান সিটি। ১৩ ম্যাচে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল। অ্যাওয়ে ম্যাচের ১৭ মিনিটেই হালান্ডের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল সিটি। ৩৭ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন টিয়ানি রেইন্ডার্স। ৪৪ মিনিটে ফিল ফোডেনের গোলে ৩-০। যদিও প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়ে ব্যবধান কমান ফুলহ্যামের এমিল স্মিথ। বিরতির পর খেলা শুরু হওয়ার মিনিট তিনেকের মধ্যেই ফের গোল করে সিটিকে ৪-১ ব্যবধানে এগিয়ে দিয়েছিলেন ফোডেন। ৫৪ মিনিটে সান্ডার বার্জের আত্মঘাতী গোলে ৫-১ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছিল সিটি। কিন্তু তার পরেই ম্যাচে দারুণভাবে ফিরে এসেছিল ফুলহ্যাম। ৫৭ মিনিটে অ্যালেক্স ইওবি এবং ৭২ ও ৭৮ মিনিটে স্যামুয়েল চুকউয়েজের জোড়া গোলে ৪-৫ করে ফেলেছিল ফুলহ্যাম। সংযুক্ত সময়ে জস্কো গাভার্দিয়ল গোললাইন সেভ না করলে, এক পয়েন্ট পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হত সিটিকে। এদিকে, প্রিমিয়ার লিগে দ্রুততম ১০০ গোলের রেকর্ড গড়ে উচ্ছ্বসিত হালান্ড। তিনি বলেন, এই রেকর্ডের জন্য গর্বিত। সতীর্থরা সাহায্য করেছে বলেই এই রেকর্ড গড়তে পেরেছি। স্ট্রাইকার হিসাবে আমার কাজ গোল করা।

পিছিয়ে পড়েও জিতল বার্সা

বার্সেলোনা, ৩ ডিসেম্বর : লা লিগার অশ্বমেধের ঘোড়ার মতোই ছুটছে বার্সেলোনা। অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়েও ৩-১ গোলে জয় ছিনিয়ে নিয়ে লিগের শীর্ষস্থান দখলে রেখে দিল কাতালান জায়ান্টরা। ১৫ ম্যাচে লামিনে ইয়ামালদের পয়েন্ট ৩৭। ১৪ ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ।

ক্যাম্প ন্যু-তে আয়োজিত ম্যাচে ১৯ মিনিটেই পিছিয়ে পড়েছিল বার্সেলোনা। অ্যাটলেটিকোর গোলদাতা অ্যালেক্স বায়েনা। যদিও সাত মিনিটের মধ্যেই রাফিনহার গোলে ১-১। সতীর্থ পেদ্রির অসাধারণ পাস থেকে বল পেয়ে গোল করতে ভুল করেননি বার্সার ব্রাজিলীয় তারকা। ৩৬ মিনিটেই ফের গোল করে এগিয়ে যেতে পারত বার্সা। কিন্তু পেনাল্টি মিস করে বসেন রবার্ট লেয়নডস্কি।

বিরতির পর অবশ্য টানা আক্রমণ শানিয়ে আরও দু'টি গোল তুলে নেয় বার্সেলোনা। ৬৫ মিনিটে লেয়নডস্কির পাস থেকে বল পেয়ে জোরালো শটে জাল কাঁপান ড্যানি ওলমো। এরপর সংযুক্ত সময়ে ফেরান তোরেসের গোলে ৩-১।

গাব্বায় আজ শুরু দিন-রাতের টেস্ট

কামিন্সের অপেক্ষায় স্মিথ, প্রত্যাবর্তনে মরিয়া স্টোকস

ব্রিসবেন, ৩ ডিসেম্বর : পারথে অ্যাশেজের প্রথম টেস্ট ছিল রোলার-কোস্টার। অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড দু'দলই প্রথম তিন ইনিংসে গতির কাঁটায় বিদ্ধ হয়েছিল। চতুর্থ ইনিংসে ট্র্যাভিস হেডের একটা ইনিংস দু'দলের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দেয়। সিরিজে ০-১ পিছিয়ে থেকে গাব্বার দুর্গে ইংল্যান্ডের প্রত্যাবর্তনের লড়াইটা খুবই কঠিন। তবে পারথের ভুল শুধরে ২০০৫-এর স্মৃতি ফেরাতে মরিয়া ইংল্যান্ড। বৃহস্পতিবার ব্রিসবেনে দিন-রাতের টেস্ট শুরু হচ্ছে। গোলাপি বলে অস্ট্রেলিয়ার অসামান্য রেকর্ড। বিশেষ করে ঘরের মাঠে এবং গাব্বায় কার্যত 'অপরাজেয়' তকমা নিয়ে নামবে তারা।

নতুন শতাব্দীতে ওই একবারই অস্ট্রেলিয়ার কাছে প্রথম টেস্ট হেরে সিরিজ জিততে পেরেছিল ইংল্যান্ড। কিন্তু অজি ডেরায় যন্ত্রণার রেকর্ড থ্রি-লায়ন্সের। শেষ ১৬ টেস্টে জয় অধরা অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে। ১৪টিতে হার এবং দু'টি টেস্টে ড্র। ছবিটা এবারই বদলাতে চাইছে ইংরেজরা। অধিনায়ক স্টোকস বললেন, আমার ছেলেদের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে। নিবাচিত খেলোয়াড়রা মানসিকভাবে উজ্জীবিত। ম্যাচ নিজেদের অনুকূলে রাখতে ছেলেরা নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিতে প্রস্তুত। পারথের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে অ্যাশেজ জিততে চাই।

ইংল্যান্ড প্রথম একাদশে একটিই পরিবর্তন করেছে। আনফিট মার্ক উডের পরিবর্তে অফ স্পিনার-অলরাউন্ডার উইল জ্যাকসকে গাব্বায় খেলাবে তারা। কিন্তু পিচ-রহস্য

প্র্যাকটিসের ফাঁকে আড্ডা কামিন্সের। বুধবার গাব্বায়।

এবং প্যাট কামিন্সের অপেক্ষায় থাকার জন্য টেস্টের আগের দিন প্রথম এগারো ঘোষণা করেনি অস্ট্রেলিয়া। অন্তর্বর্তী অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ বলেছেন, নেটে দুর্দান্ত বোলিং করছে প্যাট। ম্যাচে অবশ্যই আলাদা তীব্রতা থাকে। আমরা প্যাটের জন্য অপেক্ষা করব।

প্রথম একাদশ নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার মাইন্ড গেমকে গুরুত্ব না দিয়েও স্টোকস বলেছেন, দেখতে হবে ওরা কী দল নামায়। প্যাট (কামিন্স) দুর্দান্ত। শুধু খেলোয়াড় নয়, অধিনায়ক হিসেবেও অসাধারণ। তবে অস্ট্রেলিয়ার যে দলই খেলুক, আমাদের জিততে হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

টানা দু'ম্যাচে সেঞ্চুরির পুরস্কার, আইসিসি ওয়ান ডে ব্যাটারদের তালিকার চারে বিরাট কোহলি

মাঠে ময়দানে

4 December, 2025 • Thursday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
৪ ডিসেম্বর ২০২৫
বৃহস্পতিবার

আজ সুপার কাপের সেমিফাইনাল

আগ্রাসী পাঞ্জাবকে সমীহ ইস্টবেঙ্গলের

সেমিফাইনালের মহড়ায় আনোয়ার-মহেশরা। গোয়ায় ডন বস্কোর মাঠে। বুধবার।

প্রতিবেদন : দীর্ঘ বিরতির পর সুপার কাপের নক আউট পর্ব শুরু হচ্ছে। গোয়ার ফাতোরদা স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টেয় প্রথম সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গল মুখোমুখি পাঞ্জাব এফসি-র। রাত ৮টায় এফসি গোয়া খেলবে মুম্বই সিটি এফসি-র বিরুদ্ধে। ১২ বছরের ট্রফি খরা কাটিয়ে সুপার কাপ জিতেছিলেন প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত। বর্তমান কোচ অস্কার ব্রুজোর সামনে খেতাব পুনরুদ্ধারের সুযোগ।

ফাইনালে উঠতে নক আউটে ইস্টবেঙ্গলের সামনে প্রথম বাধা পাঞ্জাব। অস্কারের দলের মতোই তারা পাঁচ বিদেশি নিয়ে খেলবে। পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে এক সপ্তাহ আগে গোয়া পৌঁছে গিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। ট্রফি জিততে কতটা মরিয়া কোচ অস্কার, এই সিদ্ধান্তেই বোঝা গিয়েছে। সুপার কাপের গ্রুপ পর্বে একটিও গোল হজম করেনি পাঞ্জাব। তবে তাদের নিয়মিত দুই সাইড ব্যাক কার্ড সমস্যার কারণে খেলতে পারবেন না সেমিফাইনালে। তাতেও অবশ্য স্বস্তিতে থাকার কথা নয় ইস্টবেঙ্গলের। কারণ, প্রায় একমাস সময় পাওয়ায় পাঞ্জাবও তাদের দল গুছিয়ে নিয়েছে। নতুন দুই বিদেশি দলে নিয়েছে তারা। নাইজেরিয়ান উইঙ্গার বেদে আমারাচি অসুজিকে সই করিয়েছে পাঞ্জাব। আর এক আফ্রিকান অস্ত্র নসুঙ্গুসি এফিয়াং দলের আক্রমণভাগের অন্যতম সেরা অস্ত্র।

ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার বললেন, পাঞ্জাব আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে। দ্রুত কাউন্টার অ্যাটাকে ওঠে। ওদের নাইজেরিয়ান লেফট উইঙ্গার সম্পর্কে জানি। একজন ব্রাজিলিয়ান সেন্টার ব্যাক আছে। ওদের নিয়ে আমরা হোমওয়ার্ক করেছি। ওরা প্রতিপক্ষকে খুব বেগ দেয়। আমরা যদি ম্যাচে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে খেলতে পারি, তাহলে জেতার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে।

ইস্টবেঙ্গলকে স্বস্তি দিয়ে বুধবার পুরোদমে অনুশীলন করেছেন লেফট ব্যাক জয় গুপ্তা। এদিন অস্কারের সঙ্গে তিনিই সাংবাদিক বৈঠকে আসেন। আইএফএ শিল্ড ফাইনালে টাইব্রেকারে হারতে হয়। তাই সেমিফাইনালের আগে অনেকটা সময় পেনাল্টি মারার অনুশীলন সারেন মিগুয়েল, হিরোশিরা।

চলে গেলেন রহমতুল্লা

প্রতিবেদন : চলে গেলেন মহম্মদ রহমতুল্লা। ভারতের হয়ে ১৯৫৮ এশিয়ান গেমসে স্মরণীয় পারফরম্যান্স প্রাক্তন ফরোয়ার্ডের। হায়দরাবাদের এই ফুটবলার বুধবার লস অ্যাঞ্জেলেসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এশিয়ান গেমসের কোয়ার্টার ফাইনালে রহমতুল্লার জোড়া গোলে ভারত ৫-২ ব্যবধানে জিতেছিল। ১৯৫৭ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত মহামেডান স্পোর্টিংয়ে খেলেছিলেন তিনি। খেলেছে মোহনবাগান-সহ একাধিক ক্লাবে। ক্লাবের জার্সিতে ৬৯ গোল রয়েছে রহমতুল্লার। তাঁর প্রয়াণে শোকের ছায়া ভারতীয় ফুটবলে। শোক প্রকাশ করেছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন।

রোহিতের সাত

প্রতিবেদন : কোচবিহার ট্রফিতে ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে চাপে বাংলা। শেষ দিনে জেতার জন্য বাংলার প্রয়োজন ২০৮ রান। হাতে রয়েছে ৫ উইকেট। বুধবার ছত্তিশগড়ের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় ২৮৩ রানে। বাংলার বোলারদের মধ্যে রোহিত একাই সাত উইকেট দখল করেন। অগস্ত্য শুক্লা ও বিরাট চৌহান একটি করে উইকেট পান। জেতার জন্য ৩১৪ রান তাড়া করতে নেমে, দিনের শেষে ৫ উইকেটে ১০৬ রান তুলেছে বাংলা। অভিপ্রায় বিশ্বাস ৬০ রান করে আউট হন।

বাগানের প্রস্তাব, সমাধানের পথ সুপ্রিম কোর্টে

প্রতিবেদন : আইএসএল নিয়ে সমাধানসূত্র মিলল না বুধবারের মেগা বৈঠকে। আশ্বাসেই আটকে থাকল সরকার। প্রস্তাব, পাল্টা প্রস্তাবেও লিগ নিয়ে কোনও দিশা মিলল না। শেষ সব পক্ষকে নিয়ে বৈঠকে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্যর আশ্বাস, লিগ শুরু হবেই। কীভাবে হবে আইএসএল এবং আই লিগ, কে টাকা দেবে, সেই পথ সুপ্রিম কোর্টকে জানাবে সরকার। মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের সিইও বিনয় চোপড়া ক্রীড়ামন্ত্রককে প্রস্তাব দিয়েছেন, এফএসডিএল যদি আইএসএল আয়োজন করতে রাজি না হয়, তাহলে ক্লাবজোটই কনসোর্টিয়াম গড়ে লিগ করবে। ম্যাচ আয়োজন থেকে সম্প্রচার সব কিছুরই দায়িত্ব থাকবে ক্লাবদের উপর। মোহনবাগানের প্রস্তাবে শুধু সম্মতি দেয়নি ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডান। তারা চায় ফ্র্যাঞ্চাইজি বা কর্পোরেট লিগের মডেল থেকে বেরিয়ে আসতে। কিন্তু মোহনবাগান সিইও-র প্রস্তাবকে সমর্থন করেছে আইএসএলের বাকি ১১টি ক্লাব।

আই লিগের ক্লাবগুলি আলোচনায় ক্রীড়ামন্ত্রককে জানিয়েছে, দ্রুত লিগ শুরু হোক। আই লিগের দু'একটি ক্লাব আবার আইএসএল ও আই লিগ মিশিয়ে একটি লিগের পক্ষে। তাতে আবার বাকিদের সমর্থন নেই। সব পক্ষের সঙ্গে আলাদা করে বৈঠকের সময় ফেডারেশন সভাপতির সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের কর্তারা। ক্লাব, এফএসডিএল, সম্প্রচারকারী সংস্থা, বাকি বিডারদের সঙ্গে বৈঠরের পর সব শেষে সমস্ত স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে আলোচনায় ক্রীড়ামন্ত্রী আশ্বাস দেন, ভারতীয় ফুটবলের স্বার্থে আইএসএল এবং আই লিগ দ্রুত শুরু হবে। লিগ কীভাবে হবে, সমাধানের পথ সুপ্রিম কোর্টকে জানাবে সরকার। ডায়মন্ড হারবার এফসি-র সহসভাপতি আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় মিটিং শেষে বললেন, আমরা শুধুই আশ্বাস পেলাম। কোনও দিশা পেলাম না। ক্রীড়ামন্ত্রক ফেডারেশনকে বললেন, তোমরা প্রস্তুত হও। লিগ আয়োজন করতে হবে। কিন্তু কবে থেকে, কীভাবে হবে লিগ? পুরোটাই অন্ধকারে।

শাহবাজকে ছাড়া পরীক্ষা বাংলার

প্রতিবেদন : পাঞ্জাব ম্যাচে হারের ধাক্কা সামলে হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে জিতে নক আউটে খেলার আশা বাঁচিয়ে রেখেছে বাংলা। আগের ম্যাচে ওপেনার করণ লালের দুরন্ত সেঞ্চুরি টপ অর্ডারে বড় ভরসা দিচ্ছে দলকে। বাংলা শিবিরে খুশির হাওয়া এনেছেন শাহবাজ আহমেদ। বুধবার তিনি কন্যাসন্তানের বাবা হয়েছেন। স্ত্রী ও সদ্যোজাতর পাশে থাকতে বাড়ি গিয়েছেন স্পিনার-অলরাউন্ডার। ফলে বৃহস্পতিবার সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে শাহবাজকে পাবে না বাংলা। শাহবাজের জায়গায় কে খেলবেন, তা ম্যাচের আগে চূড়ান্ত করবে বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্ট।

প্রতিপক্ষ সার্ভিসেস গ্রুপ 'সি'-তে সবার শেষে মাত্র ৪ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে। চার ম্যাচের মধ্যে তিনটিতেই হেরেছে। অন্যদিকে, বাংলা ও গুজরাট সমসংখ্যক ১২ পয়েন্টে থাকলেও নেট রান রেটে পিছিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন মহম্মদ শামিরা। শীর্ষে গুজরাত। বৃহস্পতিবার পাঞ্জাব ও গুজরাত পয়েন্ট নষ্ট করলে এবং বাংলা জিতলে ফের গ্রুপ শীর্ষে উঠে আসবেন অভিমন্যু ঈশ্বরণরা।

আরও এক ট্রফির সামনে ডায়মন্ড হারবার

প্রতিবেদন : অসমের ধুলিয়াজানে ওয়েল ইন্ডিয়া গোল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর দিন কয়েক আগেই ওড়িশায় সর্বভারতীয় আমন্ত্রণমূলক ফুটবল টুর্নামেন্ট জেতে ডায়মন্ড হারবার এফসি। এবার অসমে আরও একটি সর্বভারতীয় আমন্ত্রণমূলক প্রতিযোগিতায় ট্রফি জয়ের হাতছানি সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাবের সামনে। বৃহস্পতিবার ১৭তম বরৌসা কাপের ফাইনালে ডায়মন্ড হারবারের প্রতিপক্ষ অসমেরই ক্লাব বারিকুরি এফসি। ম্যাচ বিকেল পাঁচটায়।

এই প্রতিযোগিতায় অবশ্য ডায়মন্ডের সিনিয়র দল খেলছে না। অভিষেক দাসের প্রশিক্ষণে মূলত জুনিয়র ব্রিগেড অংশ নিয়েছে প্রতিযোগিতায়। নরহরি শ্রেষ্ঠা,

বিক্রমজিৎ সিং, সুপ্রতীপ হাজরার মতো সিনিয়র দলের জনা চারেক ফুটবলার রয়েছেন দলে। ফাইনালের প্রতিপক্ষ নিয়ে সতর্ক ডায়মন্ড হারবারের কোচ অভিষেক দাস। তিনি ফোনে বললেন, বারিকুরি শক্ত প্রতিপক্ষ। ওরা আইজল, ট্রাউ এফসি-র মতো আই লিগের দলকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে। ঘরের মাঠে খেলবে। গ্যালারির সমর্থন পাবে ওরা। তাই আমাদের কাজটা সহজ হবে না। তবে নিজেদের সেরাটা দেবে ছেলেরা। সিকিমে ভাল খেলেও সেমিফাইনালে ছিটকে যেতে হয়েছিল। এবার ফাইনালে উঠে খালি হাতে ফিরতে চাই না। ট্রফি জিততেই হবে।

প্রতিযোগিতায় সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে খেলছে ডায়মন্ড হারবার। শেষ আটের লড়াইয়ে স্থানীয় অসম পুলিশকে ৫-০ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছিল ডায়মন্ড হারবার। শেষ চারে অয়েল ইন্ডিয়া এফসি-কে টাইব্রেকারে হারিয়ে ফাইনালে ওঠেন নরহরিরা।

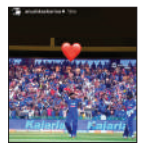

বিরাট সেঞ্চুরি করতেই ৭৬৫০ কিলোমিটার দূরে বসে টেলিভিশনের ছবির সঙ্গে ইমোজি পোস্ট করলেন স্ত্রী অনুষ্কা

বিরাট-রতুরাজের সেঞ্চুরিতেও হার

রায়পুর, ৩ নভেম্বর : টেস্ট সিরিজে ০-২ হার। ঘরের মাঠে টানা দুটি হোয়াইটওয়াশ। গৌতম গম্ভীর বলেছিলেন, সাদা বলের সিরিজ শুরু হলে দেখবেন লোকে ভুলে গিয়েছে। প্রায় ঠিক বলেছিলেন। বুধবার রায়পুরে জিতলে একদিনের সিরিজ ২-০ করে ফেলত ভারত।

তারপর শনিবার বিশাখাপত্তনমে জিতলেই পাল্টা হোয়াইটওয়াশ। কিন্তু হল না। বিরাট কোহলি পরপর দুই ম্যাচে সেঞ্চুরি করে দেখালেন কেন তিনি কিং। এটাও বোঝা গেল রো-কো ছাড়া ভারতীয় ক্রিকেট এখনও স্বাবলম্বী নয়। কিন্তু তারপরও হার। ৩৫৮ রান করেও। বড় অবদান ঋতুরাজ, রাহুলের। কিন্তু মার্করাম সেঞ্চুরি করে অলৌকিক জয়ের রাস্তা গড়ে দিয়েছিলেন। তারপর ব্রিজকি (৫৮), ব্রেভিস (৫৪), বশ (২৯ নট আউট) দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৩৬২/৬-এ পৌঁছে দিয়ে জয় আনলেন ৪ উইকেটে।

মাথার উপর ৩৫৯ রান নিয়ে ব্যাট করতে নামা সহজ নয়। কিন্তু মার্করাম আর ডি'ককের সামনে আর রাস্তা ছিল না। বাভুমা টসে জিতে ভারতকে ব্যাট করতে দিলেন যাতে বোলারদের শিশিরে বল করতে না হয়। কিন্তু ২৬ রানে ডি'ককে (৮) হারিয়ে তাদের চাপেই পড়তে হল। অর্শদীপ তাঁর উইকেট নেন। কিন্তু মার্করাম (১১০) আর বাভুমা (৪৬) এরপর ১০১ রান তুলে পরিস্থিতি সামলে নেন। বাভুমা অতঃপর প্রসিধের শিকার। মার্করামের উইকেটও আগেই পড়ে যেত, কিন্তু জাদেজার বলে তাঁর সহজ ক্যাচ ফেলে দিয়েছিলেন যশস্বী। কিন্তু এরপরও সিরিজ ১-১ করে দেন তাঁরা।

বাভুমা টেস্ট সিরিজে ভাল ব্যাট করেছেন। তিনি ফিরে যাওয়ার পর সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়ে মার্করামের উপর। তাতে তিনি তাতে সফল। একবার জীবন পেয়ে ৯৮ বলে সেঞ্চুরি করে গেলেন মার্করাম। তিনি যতক্ষণ ছিলেন ততক্ষণ ভালই ম্যাচে ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। তারপরও লড়ে গেলেন ব্রিজকি আর ব্রেভিস। প্রথম জন রাঁচিতে রাহুলদের চাপে ফেলে দিয়েছিলেন। এখানেও মার্করাম আউট হওয়ার পর দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন।

এর আগে জানসেনের বলে সেঞ্চুরিতে পৌঁছে বিরাট কোহলি যে লাফটা দিলেন সেটা রাঁচির ভিডিও বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। সেই লাফ, তারপর হেলমেট খুলে আকাশের দিকে মুখ তুলে চাওয়া, আঙটিতে চুমু খাওয়া।

কাজে এল না বিরাট ও ঋতুরাজের সেঞ্চুরি। বুধবার রায়পুরে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে।

কিন্তু এটা রাঁচির ভিডিও নয়। ঘোর বাস্তব। লাগাতার দুটো সেঞ্চুরি। রাঁচির পর রায়পুরে। ৯৩ বলে ১০২ রান করে বিরাট সেই একই স্টাইলে ড্রেসিংরুমে ফিরলেন। তার আগে গোটা স্টেডিয়ামকে ব্যাট তুলে বিদায়। এটা সম্ভবত রায়পুরবাসীর জন্য।

কথায় বলে আহত বাঘকে খোঁচা দিতে নেই। তাহলে সে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। গম্ভীর আর আগারকর সেই ভুলটা করে ফেলেছিলেন। তাতে ভুল পথে চালিত হয়েছিল বোর্ড। রায়পুরে বিরাট আর রোহিতের ভবিষ্যৎ নিয়ে বৈঠক পর্যন্ত স্থির হয়ে গিয়েছিল। হয়তো এটাই জানতে চাওয়া হত রো-কোর কাছে যে তাঁরা ২০২৭ বিশ্বকাপ নিয়ে কী ভাবছেন। তবে আগের ম্যাচে রোহিতের হাফ সেঞ্চুরি ও বিরাটের সেঞ্চুরির পর থমকে গিয়েছিল গোটা ভাবনা। তারপর বিরাটের এই ১০২। ভাবনাটা সম্ভবত এবার হিম ঘরে চলে গেল।

এদিন একটা আসনও খালি যায়নি। রোহিত অবশ্য ৮ বলে ১৪ করে ফিরে যান বার্গারের বলে। আরেক ওপেনার যশস্বী জয়সোয়ালের ব্যাট থেকে এসেছে ২২ রান। ৬২ রানে দুটো উইকেট চলে যাওয়ার পর বিরাট আর ঋতুরাজ গায়কোয়াড় মিলে ১৯৫ রানের পার্টনারশিপ গড়ে ভারতকে শক্ত জমির উপর দাঁড় করিয়ে দেন। ঋতুরাজ ৮৩ বলে ১০৫। এটা তাঁর প্রথম ওডিআই সেঞ্চুরি।

রাঁচির পর রায়পুরেও এদিন বিরাটের পা জড়িয়ে ধরেন এক ভক্ত। জলপানের বিরতির সময় এক তরুণ সোজা পৌঁছে যান বিরাটের কাছে। তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করার পর নিরাপত্তারক্ষীরা তাকে বের করে নিয়ে যান। এই মাঠে এটা নতুন নয়। ২০২৩-এর জানুয়ারিতে এমনই এক ভক্ত রোহিতকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। মঙ্গলবার হায়দরাবাদে মুস্তাক আলি ট্রফির ম্যাচেও এরকমই এক ঘটনা ঘটেছিল। ম্যাচের মধ্যে হার্দিক পাণ্ডিয়াকে জড়িয়ে সেলফিও তুলেছেন। তাই নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

টসে জিতে ভারতকে আগে ব্যাট করতে দিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। আর ৫০ ওভারে ৩৫৮-৫ তুলে রাহুলরা চাপে ফেলে দেন দক্ষিণ আফ্রিকাকে। ঋতুরাজের ইনিংসে এক ডজন বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি। বিরাটের ইনিংসে সাতটি বাউন্ডারি ছাড়াও ছিল দুটি ছক্কা। বিরাট ও ঋতুরাজের পার্টনারশিপে যে ১৯৫ রান উঠল সেটা দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে যে কোনও উইকেটে ভারতের রেকর্ড। ১৫ বছর আগে গোয়ালিয়রে শচীন ও কার্তিক ১৯৪ রানের যে পার্টনারশিপ গড়েছিলেন, সেটাই এতদিন সর্বোচ্চ ছিল।

বিরটের এটা ৫৩তম ওডিআই শতরান। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৮৪টি সেঞ্চুরি হয়ে গেল তাঁর। ১০০ সেঞ্চুরি নিয়ে সবার আগে আছেন শচীন তেন্ডুলকর। বিরাট এদিন প্রথম বল থেকেই সাবলীল ব্যাটিং করেছেন। মনে হচ্ছিল যেন রাঁচির ইনিংসকেই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তবে ভারতীয় ইনিংসে আরেক জনও সাবলীল ব্যাটিং করেন। তিনি অধিনায়ক কেএল রাহুল। ৪৩ বলে ৬৬ অপরাজিত তিনি। ছ'টি চার ও দুটি ছক্কা। তাঁর সঙ্গে ২৪ রানে নট আউট থেকে যান জাদেজাও। দু'জনের অপরাজিত জুটিতে উঠেছে ৬৯ রান।

স্কোরবোর্ড

ভারত : যশস্বী ক বশ বো জানসেন ২২ (৩৮), রোহিত ক ডি'কক বো বার্গার ১৪ (৮), বিরাট ক মার্করাম বো এনগিডি ১০২ (৯৩), ঋতুরাজ ক ডি'জর্জি বো জানসেন ১০৫ (৮৩), রাহুল নট আউট ৬৬ (৪৩), ওয়াশিংটন রান আউট ১ (৮), জাদেজা নট আউট ২৪ (২৭)। অতিরিক্ত : ২৪। মোট (৫০ ওভারে ৫ উইকেটে): ৩৫৮ রান। বোলিং : বার্গার ৬.১-০-৪৩-১, এনগিডি ১০-১-৫১-১, জানসেন ১০-০-৬৩-২, মহারাজ ১০-০-৭০-০, বশ ৮-০-৭৯-০ , মার্করাম ৫.৫-০-৪৮-০। দক্ষিণ আফ্রিকা : মার্করাম ক ঋতুরাজ বো হর্ষিত ১১০ (৯৮), ডি'কক ক ওয়াশিংটন বো অর্শদীপ ৮ (১১), বাভুমা ক হর্ষিত বো প্রসিধ ৪৬ (৪৮), বিৎজকে এলবিডব্লু বো প্রসিধ ৬৮ (৬৪), ব্রেভিস ক যশস্বী বো কুলদীপ ৫৪ (৩৪), ডি'জর্জি (রিটায়ার্ড হার্ট) ১৭ (১১), জানসেন ক ঋতুরাজ বো অর্শদীপ ২ (২), বশ নট আউট ২৯ (১৫), মহারাজ নট আউট ১০ (১৪) অতিরিক্ত : ১৮। মোট (৪৯.২ ওভারে ৬ উইকেটে): ৩৬২ রান। বোলিং: অর্শদীপ ১০-০-৫৪-২, হর্ষিত ১০-০-৭০-১, প্রসিধ ৮.২-০-৮৫-২, ওয়াশিংটন ৪-০-২৮-০, জাদেজা ৭-০-৪১-০, কুলদীপ ১০-০-৭৮-১।

সূর্যদের শুভেচ্ছা জানিয়ে জার্সি উদ্বোধন রোহিতের

রায়পুর, ৩ ডিসেম্বর : আগামী বছর ভারতের মাটিতে বসছে টি-২০ বিশ্বকাপের আসর। টুর্নামেন্টের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসডার রোহিত শর্মার হাত ধরেই প্রকাশ্যে এল টিম ইন্ডিয়ার টি-২০ বুধবার বিশ্বকাপ জার্সি। মাঠেই এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে সূর্যকুমার যাদবদের বিশ্বকাপ জার্সি উদ্বোধন করেন রোহিত। তাঁর নেতৃত্বেই গত বছর টি-২০ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত।

রোহিতের সঙ্গে ছিলেন তরুণ ভারতীয় ব্যাটার তিলক ভার্মাও। জার্সি উন্মোচন করে রোহিত বলেছেন, আমরা ২০০৭ সালে প্রথম টি-২০ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। কিন্তু পরের টি-২০ বিশ্বকাপ জিততে আমাদের ১৫ বছরেরও বেশি অপেক্ষা করতে হয়েছিল। সেটা ছিল এক দীর্ঘ সফর। যে যাত্রায় অনেক উত্থান-পতনের সাক্ষী ছিলাম। তাই গত বছর ট্রফি জেতার অনুভূতি ছিল অসাধারণ। সূর্যদের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে রোহিত আরও বলেছেন, আগামী বছর টি-২০ বিশ্বকাপ হবে ভারত। আশা করি, দারুণ উত্তেজক টুর্নামেন্ট হবে। দলের জন্য আমার শুভকামনা থাকবে। গোটা দেশও দলের পাশেই থাকবে, সমর্থন করবে। আমাদের ক্রিকেটাররাও জেতার জন্য নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দেবে।

টি-২০ বিশ্বকাপ জার্সি উদ্বোধন রোহিতের। বুধবার রায়পুরে

বিরাটের সঙ্গে ব্যাটিং, স্বপ্ন ছিল রতুরাজের

রায়পুর, ৩ ডিসেম্বর : রাঁচিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। যদিও রায়পুরে দুরন্ত সেঞ্চুরি হাঁকালেন রতুরাজ গায়কোয়াড়। যা পঞ্চাশ ওভারের ফরম্যাটে তাঁর প্রথম শতরান। ৮৩ বলে ১০৫ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলার পথে বিরাট কোহলির সঙ্গে ১৫৬ বলে ১৯৫ রানের দুরন্ত পার্টনারশিপ গড়েছেন। যা দলের বড় ইনিংসের ভিত গড়ে দিয়েছিল।

আপ্লুত রতুরাজ বলছেন, বিরাট ভাইয়ের সঙ্গে ব্যাট করা স্বপ্ন ছিল। ওর সঙ্গে জুটি বেঁধে ব্যাট করার অভিজ্ঞতা অসাধারণ। আগাগোড়া আমাকে সাহায্য করেছে। কীভাবে ফিল্ডিংয়ের ফাঁক খুঁজে নেব, বোলাররা কোন লেংথে বল করছে, সারাক্ষণ আমাকে পরামর্শ দিয়ে গিয়েছে। সত্যি কথা বলতে কী, সঙ্গে বিরাট ভাই থাকায় আমি চাপমুক্ত হয়ে ব্যাট করেছি।

১৫৬ বলে ১৯৫ রান বিরাট-ঋতুরাজ জুটির।

রতুরাজ আরও বলেছেন, আমরা ছোট ছোট লক্ষ্য স্থির করে এগিয়েছি। সেট হওয়ার পরেই হাত খুলেছি। পিচে একটা সময় বল পড়ে খুব ভালভাবে ব্যাটে আসছিল। তাই বড় শট নিতে সমস্যা হচ্ছিল না। রাঁচিতেও পিচ খুব ভাল ছিল। তাই সুযোগ হাতছাড়া করে হতাশ হয়েছিলাম। আজ ১১তম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমেছিলাম। ক্রিজে গিয়ে নিজেকে বলেছিলাম, অন্তত ২৫-৩০ ওভার পর্যন্ত ব্যাট করতেই হবে। ১৫-৩০ ওভার পর্যন্ত পিচে বল পড়ে দু'ধরনের গতিতে ব্যাটে আসছিল। তাই বড় শট না খেলে, সিঙ্গলস ও ডাবলসে জোর দিয়েছিলাম।